বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

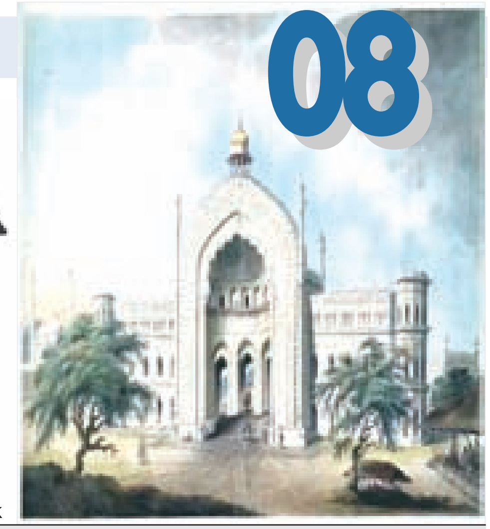

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>051 >>13 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫১ >> << ১৩ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

ইরানের প্রেসিডেন্টের তুরস্ক সফর বাতিল

তেহরান ঃ ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি মঙ্গলবার তুরস্কে যাচ্ছেন না। এই কথাটি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে তুর্কি প্রেসিডেন্টের দপ্তর , তবে এর কোন কারণ জানায়নি। এর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল রায়সি মঙ্গলবার আংকারায় যাবেন । এ মাসের গোড়ার দিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ইরানের প্রেসিডেন্টের এই সফরের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন এই দুই নেতা ইসরাইলহামাস যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের যৌথ প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতের উপর জোর দেবেন। সৌদি আরবের রিয়াদে ১১ নভেম্বরের আঞ্চলিক সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পথে বিমানে এরদোয়ান সংবাদদাতাদের বলেন, ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বে মাসের ২৮ তারিখে আমাদের দেশে আসছেন। তুরস্কের সরকারী রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে এই ঘোষনা প্রচার করা হয় এবং সোমবার পর্যন্ত তুরস্কের টেলিভিশনে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা হয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের দপ্তর আরও জানিয়েছে এরেদায়ান রবিবার রাইসির সাথে ফোনে আলাপ করেন। তাৎক্ষণিক ভাবে এটা জানা যায়নি যে সফরটি কি বাতিল করা হয়েছে নাকি আপাতত ঃ স্থগিত করা হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 66901.91 +727.71
NIFTY : 20096.60 +206.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .12 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের উত্তরকাশীতে সুড়ঙ্গে আটক ৪১ শ্রমিক উদ্ধার

উত্তরাখণ্ড ঃ ১৭ দিন পর অবশেষে ভারতের উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা টানেল থেকে মঙ্গলবার ২৮ নভেম্বর ভারতীয় সময় রাতে নিরাপদে বেরিয়ে এলেন সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিক। তাদের উদ্ধারে গত সপ্তাহখানেক অবিরাম কাজ করে গেছেন উদ্ধারকারী দল। মঙ্গলবার সেই শ্রমিকদের তারা যখন বের করে আনলেন, তখন সবাই শারীরিকভাবে সুস্থ। এতদিন আটকে থাকার পর শারীরিক মানসিক ক্লান্তি থাকলেও ভয় বা উদ্বেগ দেখা যায়নি তাদের মধ্যে। উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই উদ্ধারকারী দল ও উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের সাহস এবং ধৈর্যকে কুর্নিশ জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার উত্তরকাশীর ওই টানেল থেকে ৪১ জন শ্রমিক নিরাপদে বেরিয়ে আসতেই এক্স হ্যান্ডলে (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)-এ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি লেখেন, অবশেষে সুড়ঙ্গ থেকে বেরোতে পেরেছেন সকলে। প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করি। এতদিন পর তারা সবাই পরিবারের কাছে ফিরতে পারবেন। এই পরিবারগুলিও যে সাহস এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। আর যারা তাদের উদ্ধার করলেন, তাদের এই সাহসকে কুর্নিশ।সাহসিকতার জন্যই সব শ্রমিকরা শীঘ্রই বাড়ি ফিরবেন। আজকের এই দিন মানবতা আর পরিশ্রমের মেলবন্ধনের সাক্ষী হল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর গলাতেও একই সুর। দেশের প্রথম নাগরিক তিনি। উৎকণ্ঠা যে কাটল, সে কথা তার এক্স হ্যান্ডল (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)-এর পোস্টেই স্পষ্ট। তিনি লেখেন, গত ১৭ দিন ধরে উদ্ধারকারী দলকে নানা ঝুঁকি, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে। কিন্তু এরা কেউ হাল ছাড়েননি।শ্রমিকদের উদ্ধার করার জন্য শেষ অবধি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন সবাই। আজ আমি দারুণ খুশি। সকলকে অভিনন্দন। এই জয় আমায় আবেগপ্রবণ করে তুলেছে।

অতিরিক্ত দাম দিয়ে লোহার সিলিন্ডারের বদলে ভারতের গ্যাস গ্রাহকদের নিতে হবে কম্পোজিট সিলিন্ডার

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে লোহার সিলিন্ডারের বদলে এবার থেকে কম্পোজিট সিলিন্ডার নিতে হবে গ্রাহকদের। তারজন্য অতিরিক্ত ৮০০ টাকা দিতে হবে। রান্নার গ্যাস ও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ রয়েছে। তারসঙ্গে এই নতুন নিয়মে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে সাধারণ গ্রাহককে।
রান্নার গ্যাসের ক্রমাগত বাড়তে থাকা দাম নিয়ে বেশিরভাগ গ্রাহকই অসুবিধায় পড়ছেন। বর্তমানে নতুন গ্যাস সংযোগ (লোহার সিলিন্ডার) নিতে গেলে গ্রাহককে ২ হাজার ২০০ টাকা জমা করতে হয়। সেই জায়গায় কম্পোজিট সিলিন্ডারের জন্য জমা করতে হবে ৩ হাজার টাকা। ডাবল সিলিন্ডারের সংযোগ নিলে দিতে হবে বর্তমান খরচের উপর ১ হাজার ৬০০ টাকা। অর্থাৎ নতুন নিয়মে প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য অতিরিক্ত ৮০০ টাকা দিতে হবে গ্রাহককে। সেই সঙ্গে পুরনো গ্রাহকরা যাতে এখনকার লোহার সিলিন্ডার পাল্টে কম্পোজিট সিলিন্ডার নেন, তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সাধারণ ভাবে যে এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় তাতে গ্যাসের পরিমাণ থাকে ১৪.২ কেজি। এরপরে লোহার তৈরি সিলিন্ডারের ওজন রয়েছে। কিন্তু সেটা নেই কম্পোজিট সিলিন্ডারে। মূল সিলিন্ডারটি তুলনায় অনেক হালকা এবং একই সঙ্গে তাতে গ্যাসের পরিমাণও থাকবে ৫ বা ১০ কেজি। নতুন এই কম্পোজিট সিলিন্ডারে বেশ কিছু সুবিধাও রয়েছে। প্রথমত এটি হালকা হওয়ায় প্রয়োজনে সহজে সুবিধাজনক জায়গায় রাখা যায়। সেই সঙ্গে এই সিলিন্ডার যেভাবে বানানো হয়েছে তাতে বাইরে থেকেই দেখা যায় কতটা গ্যাস রয়েছে। বাড়িতে জোড়া সিলিন্ডার না রেখে প্রয়োজন মতো আনা যায়। এই সিলিন্ডারে মরচে ধরার ভয় নেই। ফলে বাড়ির মেঝেতে সিলিন্ডার রাখার জন্য সাধারণ ভাবে যে দাগ পড়ে তা এড়ানো যায়। সাধারণ এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যেমন প্রতি মাসের গোড়ায় দাম বদলায় এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ইন্ডেন গ্যাস যাদের রয়েছে তারা পুরনো সিলিন্ডার ফেরত দিয়ে ঘরে নিয়ে আসতে পারেন নতুন এই সিলিন্ডার। যারা নতুন গ্যাস নেবেন তাদের ১০ কেজির সিলিন্ডার নিতে এককালীন তিন হাজার টাকা জমা করতে হবে। গ্যাস ডিলাররা জানাচ্ছেন, ইন্ডিয়ান অয়েলের রান্নার গ্যাসই ব্যবহার করেন বেশিরভাগ মানুষ। সংস্থা থেকেই ডিলারদের নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে যে গ্রাহকদের কম্পোজিট সিলিন্ডারই নিতে হবে। সরকারি ভাবে কাগজে কলমে নীতি জারি না হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই সংস্থা থেকে এই নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে। পুরোদমে বিক্রি চালু না করলেও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম আগেই এই বিশেষ সিলিন্ডার এনেছে।

ইসরাইলহামাস ঃ অস্ত্রবিরতির পঞ্চম দিনে আরও জিম্মি মুক্তি

গাজা ঃ ছয়দিন ব্যাপী বর্ধিত অস্ত্রবিরতির পঞ্চম দিনে হামাস জঙ্গিরা আরও ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে । আশা করা হচ্ছে ইহুদি এই রাষ্ট্রটিও শিগগিরি আরও ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী বলছে ১০ জন ইসরাইলি এবং দু জন বিদেশি নাগরিক , গাজায় আটক এই ১২ জন জিম্মির মুক্তির পর তাদেরকে গাড়িতে করে ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হয়। আশা করা হচ্ছে, বিনিময়ে ইসরাইল ১৫ জন নারী ও ১৫ জন তরুণসহ মোট ৩০ জন ফিলিস্তিনকে মুক্তি দেবে বলে জানিয়েছে প্যালেস্টিনিয়ান প্রিজনারস ক্লাব নামের একটি আধা সরকারি সংগঠন। অস্ত্র বিরতির মূল সমঝোতার প্রথম চারদিনে , হামাস সোমবার রাত পর্যন্ত ৫০ জন ইসরাইলি এবং ১৯ জন বিদেশি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। বিদেশিদের মধ্যে বেশির ভাগ থাই খামার কর্মী। এই অস্ত্রবিরতির সময়সীমা বাড়ানোর আগে পর্যন্ত ইসরাইল ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। হামাসের হাতে জিম্মিদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২৪০ জন লোক যাদেরকে ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে ধ্বংসাত্মক হামলার সময় আটক করে । ঐ হামলায় তারা ১২০০ লোককে হত্যা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। গাজা ভূখন্ডে হামাসের নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে পাল্টা আক্রমণে ইসরাইল ১৫,০০০ মানুষকে হত্যা করেছে বলেহামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে। জাতিসংঘ বলছে, আনুমানিক ১৮ লাখ মানুষ বা গাজার জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ গাজার মধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ১১ লাখ মানুষ জাতিসংঘের জনাকীর্ণ আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়েছে। সোমবার চীন বলেছে, তাদের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই বুধবার ইসরাইলহামাস সংঘর্ষের ওপর আলোকপাত করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। যুদ্ধবিরতি গাজায় অতি প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তার সরবরাহ বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে,গাজায় আনুমানিক ১৮ লাখ মানুষ বা সেখানকার জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন,যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সোমবার ব্রাসেলসে নেটোর বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বুধবার রাতে ইসরাইল এবং পশ্চিম তীর সফরে যাবেন।

রুশ যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি চূড়ান্ত করল ইরান ঃ তাসনিম

তেহরান ঃ রাশিয়ায় নির্মিত সুখোই এসইউ৩৫ যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার কেনার চুক্তি চূড়ান্ত করেছে ইরান। ইরানের প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী দেশটির সংবাদমাধ্যম তাসনিমকে মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তেহরান ও মস্কো আরও নিবিড় সামরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। ইরানের বিমানবাহিনীর অল্প কয়েক ডজন যুদ্ধবিমান আছে, যার মধ্যে আছে রুশ যুদ্ধবিমান ও ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা কয়েকটি অত্যন্ত পুরনো মডেলের যুদ্ধবিমান। ইরানের প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী মেহদি ফারাহি বলছেন, ইরানের সেনাবাহিনীর যোদ্ধা ইউনিটে সুখোই৩৫ যুদ্ধবিমান, এমআইএল এমআই২৮ সশস্ত্র হেলিকপ্টার ও ওয়াইএকে১৩০ প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান যুক্ত করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। রাশিয়া এই চুক্তি অনুমোদন করেছে কী না, তা তাসনিমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। ২০১৮ সালে ইরান বলেছিল তারা তাদের বিমানবাহিনীতে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় নকশা অনুযায়ী কৌসার যুদ্ধবিমান নির্মাণ শুরু করেছে। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, এই যুদ্ধবিমানগুলো ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো নির্মিত এফ ফাইভ যুদ্ধবিমানের নকশা নকল করে নির্মাণ করা হয়েছে।

খারিজ দেশপ্রেমিক হতে গিয়ে প্রতিবেশী দেশের নাগরিকের সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়

পাকিস্তানের শিল্পীদের ভারতে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জির মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া দিল্লিঃ পেশাগত কারণে পাকিস্তানের গায়ক, নৃত্য শিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভারতে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি জানিয়ে হওয়া মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের শীর্ষ আদালত মঙ্গলবার ২৮ নভেম্বর সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে মামলাকারীদের মুক্তমনা হতে পরামর্শ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ মঙ্গলবার বলেছে, এমন দাবিকে আদালত সায় দিতে পারে না। এই দাবি আগেই খারিজ করেছিল বম্বে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, তারা বম্বে হাইকোর্টের রায় খারিজের কোনও যুক্তি দেখছে না। এই ক্ষেত্রে মামলাকারী ফায়েজ আনোয়ার কুরেশি একজন সিনেমা কর্মী। দুই বিচারপতি তার উদ্দেশে বলেন, এত সংকীর্ণমনা হবেন না। শিল্পীর মর্যাদা নষ্ট করবেন না। এই আবেদনে মামলাকারীর তরফে বলা হয়, পাকিস্তানের শিল্পীরা এসে মুম্বইয়ের বাজারে থাবা বসাচ্ছেন।
এই মামলায় বম্বে হাইকোর্ট, মামলাকারী সম্পর্কে কিছু অস্বস্তিকর উক্তি করেছে। সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানো হয়েছিল হাইকোর্টের মন্তব্যগুলি বাদ দেওয়া হোক। শীর্ষ আদালত সেই আর্জিও শোনেনি। এই মামলায় দাবি করা হয়েছিল, ভারত সরকারকে আদালত বলুক যে কোনও ভারতীয় নাগরিক, কোম্পানি, ফার্ম এবং অ্যাসোসিয়েশন পাকিস্তানি শিল্পীদের নিযোগ করা থেকে যাতে সম্পূর্ণ বিরত থাকে তা নিশ্চিত করতে। অভিনেতা, সিনেমা কর্মী, গায়ক, সুরকার, গীতিকার এবং প্রযুক্তিবিদদের উপর এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দাবি করেছিলেন মামলাকারী। বম্বে হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে বলেছিল এটি 'সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি, ঐক্য এবং শান্তির বিপরীত পদক্ষেপ। এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। বম্বে হাইকোর্ট আরও বলে যে, সকলকে বুঝতে হবে দেশপ্রেমিক হতে গিয়ে প্রতিবেশী দেশের নাগরিকের সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়। আদালত আরও বলে, একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিঃস্বার্থ। যে তার দেশের জন্য নিবেদিত। তিনি মুক্তমনের মানুষ। আদালত আরও বলে, একজন হৃদয়বান ব্যক্তি তার দেশে যে কোনও কার্যকলাপকে স্বাগত জানাবেন, এটাই কাম্য। যা দেশের অভ্যন্তরে এবং সীমান্তের ওপারে শান্তি, সম্প্রীতি এবং প্রশান্তিকে উৎসাহিত করবে। বম্বে হাইকোর্ট আদেশে আরও বলে, শিল্পকলা, সঙ্গীত, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, নৃত্য এবং আরও অনেক কিছু যা জাতীয়তা এবং জাতির ঊর্ধ্বে উঠে সত্যিকার অর্থে শান্তি, প্রশান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতিকে মজবুত করে। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, তারা বম্বে হাইকোর্টের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত।

২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজবংশী সম্প্রদায় কে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পথে নামল দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন

কোচবিহার ঃ ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোচবিহার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় কে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পথে নামল দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা তথা কোচবিহার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ বংশী বদন বর্মনের নেতৃত্বে এদিন সকাল থেকে রাজবংশী জাগরণ যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা দিনহাটা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্লক অতিক্রম করে কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে এসে শেষ হয়। এই যাত্রার মাধ্যমে রাজবংশীদের একত্রিত করার এবং আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে আরো সাংগঠনিক হবার বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বংশী বদন বর্মন বলেন, কোচবিহার ভারত ভুক্তি চুক্তির অনুসারে কোচবিহার একটি গ শ্রেণীর রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে এই চুক্তিকে বাস্তবায়ন করতে হবে। পৃথক রাজ্যের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে তাদের আন্দোলন লাগাতার চলবে বলেও জানান বংশীবাদন বর্মন।

বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ট্রাভিস হেডকে ভার্চুয়ালি বিয়ে, সমালোচনার মুখে কলকাতার মডেল

কলকাতা ঃ বিশ্বকাপ ২০২৩ এ ভারত এবং বিজয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন ট্রাভিস হেড। এই বিখ্যাত ক্রিকেটার অনেক ভারতীয়ের হৃদয় ভঙ্গ করলেও জিতে নিয়েছেন এক ভারতীয় তরুণীর মন। ট্রাভিসের পারফরম্যান্স তাকে এতটাই ভালো লেগেছে যে ঐ তরুনী ও কলকাতার বিখ্যাত মডেল হেমশ্রী ভদ্র তার সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়ারদের সামনেই সিঁদুর পরে তাকে ভার্চুয়াল বিয়ে করেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে মডেলকে প্রাণঘাতী হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হেমশ্রী। তিনি জানান, বিশ্বকাপে অসাধারণ পারফরমেন্সের পর ট্রাভিস তার মন জয় করে নিয়েছিল। ঠিক বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই টিভির সামনে থেকে উঠে গিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তাই ট্রাভিসকে ভায়ার্চুয়াল বিয়ে করে ফেলি। সেই ভিডিও পোস্ট করতেই সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। তিনি বলেন,ভিডিওটি 'আমার খুব খারাপ লাগলো এটা দেখে যে আমাকে একের পর এক নেটিযেনদের অশ্লীল মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, প্রাণঘাতী হুমকিও আসছে।
কিন্তু সত্যিই কি বিশ্বকাপ এক লড়াই ? আমরা ছোটবেলায় পড়েছি দেশে দেশের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ বাড়ানোর জন্যই এই ধরনের খেলার ব্যবস্থা করা হয়। তবে আজকের মানুষ কেন এত প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে উঠছে ? সাধারণ বুদ্ধির কি বড়ই অভাব ঘটছে এদের মধ্যে? একটি খেলাতে হেরে যাওয়া নিয়ে এত আক্ষেপ এবং একটি সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা ! যদি অস্ট্রেলিয়ার একজন ক্রিকেটারকে সমর্থন করলেই দেশদ্রোহী হয়ে যেতে হয় তবে তো খুব অদ্ভুত সময়ে আমি বাস করছি বলতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ভিডিওটি সরিয়ে নিতে বললেও আমি মোটেই ভিডিওটি সরাবো না। বরং হয়তো আমি আরো এরকম ভিডিও বানাবো। তিনি আরো জানান ট্রাভিস এর ফলোয়ার্স ২.২ লক্ষ এর মতো। আমার ৭.২ লক্ষ।আমি ট্রাভিস কে ট্যাগ করেই ভিডিও আপলোড করেছি। ওনার খারাপ লাগলে উনি ট্যাগ রিমুভ করে দিতেন। অথবা আমায় সরাসরি ম্যাসাজ করতেন। কিন্তু তা তো করেননি। কিন্তু যত সমস্যা হচ্ছে কিছু দর্শকের।

দুর্মূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না

কলকাতাঃ রাজ্য সরকার তার প্রশাসনিক কর্তা পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া দুর্মূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য গুলির যথার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না তেমনি তার থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু এবং ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্কে বিষয়টিও মানুষের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এমনই অভিযোগ করলেন এর রাজ্যের,,, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিশিয়াল ট্রাস্টি - বিপ্লব রায়। পাশাপাশি তিনি জানান, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা শুধু উদাসিন ই নন তারা প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সংরক্ষণ আইনকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না এটা দেশের আইনের বিরুদ্ধে কাজ বলেও অভিহিত করেন তিনি। এদিন নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ অস্থায়ী সংগ্রহশালায় কাজাকিস্তানের অ্যাম্বাসেডর থেকে শুরু করে কনসাল জেনারেলদের, উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী তার ইতিহাস সংস্কৃতি এর মেলবন্ধন ঘটিয়ে আগামী দিনে ভারত ও কাজাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীর পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে কাজ করা হবে একযোগে বলেও সহমত পোষণ করেন সকলে,

শুরু হল বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট

কলকাতাঃ আজ থেকে ফের রাজ্যে শুরু হল বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (Bengal Global Business Summit)। আজ, মঙ্গলবার নিউ টাউনের বিশ্ববঙ্গ কনভেনশন সেন্টারে হতে চলল সপ্তম বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট। দুদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন দেশবিদেশের শিল্পপতিরা। সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন 'শিল্পপতি' (স্পেনে মমতার সফর সঙ্গী হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন রাজ্যে বিনিয়োগ করবেন তিনিও!) তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। উপস্থিত থাকবেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। জানা গিয়েছে, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন সহ মোট ২৮টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এই সম্মেলনে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার।

আনন্দপুরে নোনাডাঙার বাল্মিকী আবাসনে বৃদ্ধ দম্পতির দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য

আনন্দপুর ঃ আনন্দপুরে নোনাডাঙার বাল্মিকী আবাসনে বৃদ্ধ দম্পতির দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য। পুলিশ সূত্রে খবর, স্ত্রীকে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ। দুজনের শারীরিক অসুস্থতার জেরে ডিপ্রেশনে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করছে পুলিশ। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে দুজনের মৃতদেহ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ

জাতীয় সড়কে সুটআউট জিঁয়াদা স্বর্ণ ব্যবসায়ী

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে সুটআউট সমীর পড়িয়া বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার উত্তর জিঁয়াদা গ্রামে। ৬ নং জাতীয় সড়কে সুটআউট জিঁয়াদা স্বর্ণ ব্যবসায়ী। দোকান বন্ধ করে বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দেউলবাড় গ্রামে ৬ নং জাতীয় সড়কে সুটআউট। টাকা নিয়ে চম্পট দেয় আততায়ীরা। তিনটি মোটর বাইকে করে দুষ্কৃতীরা তার গাড়ি আটকে তার ব্যাগ ছিন তাই করে। ব্যাগের মধ্যে সোনা সহ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ছিল বলে জানা গেছে। দুষ্কৃতীদের সাথে ধাক্কাধাক্কি হলে তখনই গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এলাকা বাসীরা ৬ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে।

ব্যাগ ও বস্তা তৈরী কারখানা ও গোডাউনে আগুন

হাওড়াঃ হাওড়ার ঘুসুড়ির নস্কর পাড়ায় মঙ্গলবার সকালে একটি প্লাস্টির ব্যাগ ও বস্তা তৈরী কারখানা ও গোডাউনে আগুন লাগে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন । স্থানীয়দের দাবি, সকাল সাড়ে আটার পর হটাৎ করেই কারখানার টপ ফ্লোর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় ।

পুলিশকে হুমকি বিজেপি নেতাদের

জলপাইগুড়ি ঃ পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে শহর দিয়ে অবাধে চলছে বালি পাচার। অবিলম্বে বন্দ না হলে আইন হাতে তুলে নেবে বিজেপি কর্মীরা। থানা ঘেরাও করে আই সিকে হুশিয়ারি দিয়ে গেলেন বিজেপি সাংসদ ও জেলা সভাপতি। থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে সামিল হল বিজেপি কর্মীরা। এই উপলক্ষে বুধবার দুপুরে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে কোতোয়ালি থানায় আসেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি বিজেপি সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়, বিজেপি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী, বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি পলেন ঘোষ, বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ সহ আরও অনেকে। থানায় বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশকে দাবিপত্র তুলে দেয় বিজেপি নেতারা।

শীতের প্রথম দিকেই মালদহ শহরের ফুলবাড়ি মেলায় বিক্রি ভাটের খই শরীরের হাড়, দাঁত শক্ত করে, স্নানু কর্ম ক্ষমতা ঠিক রাখতে সাহায্য করে এই ফল

মালদাঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফাইবারে সমৃদ্ধ শালুক ফল। এই ফল অনেকেই ভাটের ফল নামে চেনেন। কিন্তু সকলেই অবহেলা করেন এই ফল। তবে পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ফল শরীরের গঠনের জন্য খুব উপকারী। শরীরের হাড়, দাঁত শক্ত করে, স্নানু কর্ম ক্ষমতা ঠিক রাখতে সাহায্য করে এই ফল। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই জলজ ফলের খইয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাজারে।গোটা বছর পাওয়া যায় না।শীতের প্রথম দিকেই মালদহ শহরের ফুলবাড়ি মেলায় ভাটের খই বিক্রি হয়। এই মেলায় কয়েক ক্যুইন্ট্যাল খই বিক্রি হয়। মালদহের হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামের গুটি কয়েক পরিবার এই খই তৈরি করে আসছেন বিগত কয়েক বছর ধরে। দীর্ঘদিন ধরে খই ভেজে জমা করেন। সেগুলি মেলায় প্রায় একমাস ধরে বিক্রি করেন। শালুক ফুল থেকে ফল হয়। মালদহে সেই ফলকে ভাট ফল বলা হয়। মূলত জলাশয়ে শালুক গাছ হয়। মালদহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক বিল রয়েছে, সেগুলিতে শালুক দেখা যায়। অক্টোবর মাস থেকে শালুক ফল তোলা শুরু করেন এই গুটি কয়েক পরিবার। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁরা সেগুলি নিয়ে আসেন। বাড়িতে সেই ফল পচানো হয়। ফল পচে গেলে ভেতরের বীচ বেরিয়ে আসে। জলে পচা ফল পরিস্কার করে বীচ বার করা হয়। সেই বীচ ভালো করে রৌদ্রে শুকিয়ে তারপর বালি দিয়ে ভাজা হয় খই। সেই খই থেকে বালির কণা ও অনান্য নোংরা পরিস্কার করার হয়। এই ভাবেই তৈরি হয় শালুক ফলের খই। এই খই ওজনে খুব হালকা। খুব ছোট ছোট শালুক ফলের বীজ। খই এর আকার যেমন ছোট তেমনি ওজনেও হালকা।তবে বাজারে চাহিদা খুব। প্রতিবছর মালদহ সহ আশেপাশের বাসিন্দারা এই খই কেনার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। গত বছর বাজারে ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল। এই বছরেও দাম পাবেন আশায় রয়েছেন বিক্রেতারা।

শতাব্দী প্রাচীন মালদার চাঁচল থানার কলিগ্রাম ভারতী ভবন পাঠাগারে চুরি গেলো কম্পিউটার। লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে একাধিক মূল্যবান বই

মালদা ঃশতাব্দী প্রাচীন মালদার চাঁচল থানার কলিগ্রাম ভারতী ভবন পাঠাগারে চুরি গেলো কম্পিউটার। লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে একাধিক মূল্যবান বই।পাঠাগারের বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ বইপ্রেমীরা।স্থানীয়দের দাবি. প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই পাঠাগারে কোনো গ্রন্থাগরিক নেই।যার ফলে বন্ধ থাকে পাঠাগার। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিকাঠামোর বেহাল দশা হয়েছে। জঙ্গলকীর্ণ গোটা গ্রন্থাগার চত্বর। ভেঙে পড়েছে জানালা,দরজা।আর সেই সুযোগেই চুরি পাঠাগারে।যে পাঠাগারে একসময় নিয়মিত পাঠক ছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী।যে পাঠাগারে রয়েছে বহু মূল্যবান পুঁথি।সেই পাঠাগারের এই দশায় ক্ষুব্ধ এলাকার বইপ্রেমীরা। এখানে সরকারি ভাবে দশ হাজার বই থাকলেও দেখা নেই পাঠকের।কারণ বর্তমানে তা খোলা থাকছেনা গ্রন্থগারিকের অভাবে। এদিকে গোটা নিয়ে চাঁচল থানায় চুরির অভিযোগ জানিয়েছে পাঠাগার কমিটি।পুলিস তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তর দিনাজপুরে এক যুবককে গুলি করে খুনের মামলা, অভিযুক্ত গ্রেফতার করল পুলিশ

উত্তর দিনাজপুর ঃ ডালখোলার জয়রামপুর গুলি কান্ডের ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই এই খুন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নির্মল মার্ডি নামে একজনকে গ্রেফতার করে ডালখোলা থানার পুলিশ। উল্লেখ্য গত ১৪ নভেম্বর ডালখোলা থানার জয়রামপুর এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে রাজা সরেন নামে এক যুবককে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। এই ঘটনার আট দিনের মাথায় মুল অভিযুক্ত নির্মল মার্ডিকে নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই এই খুন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত নির্মল মার্ডি নিজেই রাজা সরেনকে গুলি করে খুন করেছেন। বুধবার অভিযুক্তকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহানাদে একটি মদের ফ্যাক্টরিতে আয়কর দফতরের হানা

কলকাতা ঃপ্রায় ২০থেকে ২৫জনের আয়কর আধিকারিকের দল এই ফ্যাক্টরীতে আসে। সূত্রের খবর ২০০২ সালে এই ফেক্টারী তৈরি হয়েছে।।তখন থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত কাগজ পত্র আছে তা খতিয়ে দেখা হবে।। কারণ এখানে নানা অভিযোগ উঠে আসছে এই কারখানার বিরুদ্ধে মূল মালিকানা থেকেও অনুমতি না নিয়েই কেনার অভিযোগ আছে তিনি বারংবার মালিকপক্ষের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন কিন্তু মালিক তার সাথে দেখা করার প্রয়োজন মনে করেন নি। আজ ভোর থেকে কারখানায় আয়কর দপ্তরের লোকজন এসে হাজির হয় সকালের শিফটে কাজ করতে আসা মহিলারা ভিতরে গেলে তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবা করা হয় এবং আয়কর দপ্তর লোকজন ভিতরে থাকায় তাদের বলা হয় যে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ থাকছে।

কোচবিহারে রাস্তার পাশের পুকুর থেকে বোমা উদ্ধার

কোচবিহার ঃ রাস্তার পাশে পুকুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দিনহাটা ১ নং ব্লকের গিতালদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনী গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান আজ সকাল বেলা তারা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন ঠিক সেই সময় রাস্তার পাশে পুকুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বোমা দেখতে পায় তারা। পুকুরে বোমা পড়ে থাকাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় গীতালদহ পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের প্রাথমিক অনুমান বোমাটি বেশ কিছুদিন আগেই সেখানে রাখা হয়েছিল ফলে জলে ভিজে সেটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। তারপরেও স্থানীয়দের নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশ সেটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তর দিনাজপুরের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান খুনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সহ ৩ গ্রেফতার

উত্তর দিনাজপুর ঃ গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া প্রধান মহম্মদ রাহি খুনের ঘটনায় মুল অভিযুক্ত মহম্মদ গোলাম মুস্তাফা সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করল গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য গত ২০ সেপ্টেম্বর গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহি তাড়া করে গুলি করে হত্যা করে দুস্কৃতীরা। এই ঘটনায় মুল অভিযুক্ত মহম্মদ গোলাম মুস্তাফা ফেরার ছিল। পুলিশ দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শেষমেশ মুল অভিযুক্ত মহম্মদ গোলাম মুস্তাফাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় আর দুই অভিযুক্ত নৌসাদ আলী এবং সাদ্দাম আলম কেও গ্রেফতার করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলো

দাম্পত্য কলহে স্বামীর গোপনাঙ্গ কাটলো স্ত্রী! এলাকায় চাঞ্চল্য

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃঠাকুরপুকুর মহেশতলা দক্ষিণ চট্টা গায়েনের পোলের কাছে রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায়। ছটপট করতে দেখে এক ব্যক্তিকে স্থানীয়রা। এরপর জানা যায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলাকালীন স্বামীর গোপন অঙ্গ ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দেয় তার স্ত্রী! ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কালিতলা আশুতি থানার পুলিশ! পোঁছে আহত স্বামীকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি ওই ভাড়া বাড়িতে তালা মেরে স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আহত স্বামীর নাম বাপি মোল্লা, বাড়ি মহিষগৌট এলাকায়। স্ত্রীর নাম নীলিমা ওরফে শম্পা কাঞ্জি, বজবজ থানার অন্তর্গত বেতে বাড়ি এলাকায়। মহিলার প্রথম স্বামী অনুপ কাঞ্জি। ফেট কারখানায় কাজে আসে এই মহিলা বাপির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায়, মহিলা তার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে চট্টার ভাড়া বাড়িতে বাপির সঙ্গে থাকতো ওই মহিলা। আজ এই মর্মান্তিক ঘটনায় চঞ্চল্য ছাড়া এলাকায়। তবে কিভাবে ঘটলো এই ঘটনা, টা এখনো জানা যায় নি।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রী শ্রী সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে ব্লেড হাতে নিয়ে হাতের শিরা কাটার হুমকি ছাত্রীর

কলকাতা ঃ স্কুলে উপস্থিতির হার কম থাকায় দ্বাদশ শ্রেণীর ছয় ছাত্রীকে টেস্ট পরীক্ষায় বসতে দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ ছাত্রী ও অভিভাবকদের। শুধু তাই নয়, হাতে ব্লেড নিয়ে হাতের শিরা কাটার হুমকিও দেয় এক ছাত্রী। বেনজির ঘটনা দক্ষিণেশ্বর থানার শ্রী শ্রী সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে। পরীক্ষায় বসতে পারবে না শুনে এক ছাত্রী অসুস্থ হয়েও পড়ে। যদিও এই ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুলতে চায়নি।

ধানক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে মৌমাছির আক্রমণে গুরুতর আহত ৩ জন

জলপাইগুড়ি ঃ ধান খেতে ধানের কাজ করতে গিয়ে মৌমাছির আক্রান্তে ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বৌদি দেওর ও ভাস্তি। জানা যায় ধুপগুড়ি ব্লকের গাদং এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কোথা পাড়া এলাকায় আজ দুপুর বেলায় ধানের কাজ করতে গিয়েছিলেন বছর ৫৭র গৃহবধূ ফুলবালা বর্মন। সে সময় এক ঝাঁক মৌমাছি অতর্কিতে হুল বাসায় গৃহবধুর ওপর, তোমায় মৌমাছির কামড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে গৃহবধূ ছুটে যায় তার দেওর কমল বর্মন তিনিও আক্রান্ত হন। এর এরপরে ই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী পূজা বর্মন তার বাবা ও জেঠিমাকে বাঁচাতে গিয়ে সেও আক্রান্ত হয়। বর্তমানে এদের ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

নকশালবাড়িতে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়লো হরিণ

শিলিগুড়ি ঃ বাড়ির শৌচাগার থেকে উদ্ধার হলো একটি হরিণ। নকশালবাড়ি কেটুগাবুর জোত এলাকার ঘটনা।জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে হরিণটি কলাবাড়ি বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে কেটুগাবুর জোত এলাকায় ঢুকে পড়ে। হরিণটিকে দেখতে পেয়ে তাকে ধরতে ছুটোছুটি শুরু করে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শেষে লোকজনের ভিড় দেখে ছুটে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল সিংহের বাড়ির শৌচাগারে ঢুকে পড়ে হরিণটি। সঙ্গে সঙ্গে শৌচাগারের দরজা বন্ধ করে স্থানীয়রা খবর দেন কলাবাড়ি বনাঞ্চলের কর্মীদের। বনকর্মীরা পৌঁছে হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, হরিণটি সুস্থ রয়েছে। তাড়াতাড়িই সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

দশ বছরের নাবালিকা শ্যালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠল জামাইবাবুর বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃ দশ বছরের নাবালিকা শ্যালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠল জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। বুধবার খবর চাউড় হতেই উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনায় রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নির্যাতিতার মায়ের দাবী, সম্পর্কে তার ভাসুরের মেয়ের জামাই অর্থাৎ ওই নাবালিকার জামাইবাবু রাজকুমার সরকার তাকে মাঝেমধ্যেই শারিরিক নির্যাতন করত বলে অভিযোগ। এরপর দিন পাচেক আগে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে দিয়ে তাকে বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে বলে অভিযোগ। এদিকে ওই নাবালিকার পেটের ব্যাথা হলে ওই নাবালিকার মা বিষয়টি জানতে পারেন বলে দাবী। এদিকে বুধবার সকালে খবর চাউড় হতেই এলাকার বাসিন্দারা ওই নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সাথে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় হাজির হন।অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে নিয়ে যায়। তবে এলাকায় এই ঘটনায় অভিযুক্তের শাস্তির দাবীতে সড়ব হয়েছেন ওই নাবালিকার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ভারতের প্রাচীন রাজযোগের মাধ্যমে জীবনকে সুস্থ ও সুখময় করে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে দুদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে

জলপাইগুড়ি ঃ ভারতের প্রাচীন রাজযোগের মাধ্যমে জীবনকে সুস্থ ও সুখময় করে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে দুদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। প্রধান বক্তা প্রফেসর ই ভি স্বামীনাথন জীবনে রাজ যোগের উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে এই যোগের প্রধান ৫ টি উপকার হলো সুস্বাস্থ্য, সুস্থ মন, সুসম্পর্ক, ক্রোধ থেকে মুক্তি এবং একাগ্রতা। তিনি বলেন আজকের বাচ্চারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান, সৃষ্টিশীল, পরিশ্রমী কিন্তু তারা মানসিকভাবে সংবেদনশীল। তাই শিশু আত্মহত্যার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি ডিজিটাল আসক্তির কথা বলেন। এই আসক্তি বাচ্চাদের মধ্যে অবসাদের জন্ম দিচ্ছে যা তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি বলেন প্রধান সাফল্য হলো যখন জীবনের যেকোন বিপরীত পরস্থিতিতেও আমরা স্থির থাকতে পারবো। একগ্রতা সম্পর্কে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন প্রাচীন ভারতে শুধু একটি শিক্ষার ওপরেই জোর দেয়া হতো আর তা হলো একাগ্রতা। সেই একাগ্রতা এখন আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন। হার্ট অ্যাটাকের বাড়বাড়ন্ত সম্পর্কে তিনি একটু রসিকতার সাথেই বলেন যে আগে হার্ট অ্যাটাকের জন্য দরকার হতো চল্লিশোর্ধ বয়স, মেদবহুলতা ও জিন গত কারণ। কিন্তু এখন একটিই কারণ যথেষ্ট আর তা হলো মানুষটির হার্ট থাকা চাই। এর জন্য তিনি বর্তমান মানুষের জীবন শৈলী কে দায়ী করে বলেন রাজযোগের দ্বারা নিজের জীবন শৈলী পরিবর্তন করে হার্ট তথা যেকোন শারীরিক ও মানসিক রোগের চিরতরে নিরাময় সম্ভব। প্রফেসর স্বামীনাথন ১৯৯৮ থেকে তৎকালীন ডি আর ডি ও প্রধান এ পি জে আব্দুল কালামের তত্বাবধানে গড়ে ওঠা প্রজেক্টের সাথে যুক্ত যেখানে পুলিশ, মিলিটারি ও প্যারা মিলিটারি দের স্ট্রেস মুক্তির জন্য নিয়মিত রাজযোগের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। রাজ যোগ কে আরও গভীর ভাবে বোঝার জন্য তিনি মহাভারতের এক দৃশ্য তুলে ধরেন।

আজকের দিনটি

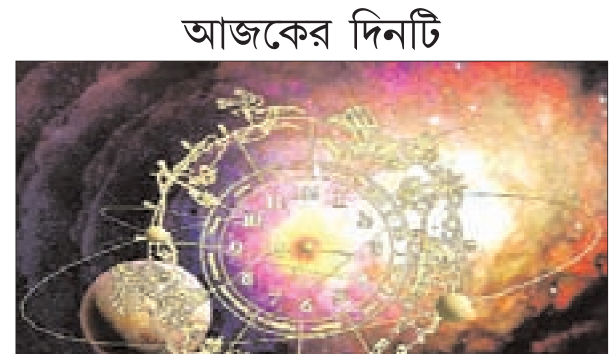

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ময়নাগুড়ি থানায় রক্তদান শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং ময়নাগুড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উৎসর্গ নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই রক্তদান শিবির করা হয়। জানা যায়, এদিন জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার খান্ড বাহালে উমেশ গণপত, ডিএসপি ক্রাইম ইনচার্জ অরিন্দম পাল চৌধুরী, ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস সহ প্রমুখ। এদিন মোট ৩৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে পাঁচ জন পথবন্ধু রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

চা বাগানে এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ মতিধর চা বাগানের ফর্সালাইন এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ কিসপট্টা(৩২)। সে ওই এলাকারই বাসিন্দা। জানা গিয়েছে এদিন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির পাশেই একটি গাছে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। এই দেখে তরীঘরী স্থানীয় ও পরিবারের সদস্যরা খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ ম্যাডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

দক্ষিন কলকাতা জেলা কংগ্রেস পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল ভবানীপুর যদু বাবু বাজারের মোরে

কলকাতা ঃ বিক্ষোভ কর্মশিক্ষিত উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ আশুতোষ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী সমর্থকেরা এই বিক্ষোভের মূলত দাবি আর বিষয় হল অন্যরাজ্যের ভাড়াটে খুনিদের গল্পকথা কাগজে পড়তো মানুষ,এখন সংবাদ মাধ্যমে রাজ্যের ভাড়াটে খুনিদের খবর শিরোনামে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ই রাজ্যে সুরক্ষিত নয়, জয়নগর এবং আমডাঙ্গা তার জ্বলন্ত উদাহরন। পুলিশ লকআপ এ মৃত্যুর সংবাদ এখন প্রায় খবরের শিরোনাম হচ্ছে। গ্লফগ্রীন,নরেন্দ্রপুরের পর এবার আমাহাস্ট্রীট। পুলিশের ফোনে ডাক পেয়ে থানায় গেল,মৃতদেহ হয়ে বেরোলো।

বোমা,গুলি ,পিস্তল এখন কুঠীর শিল্পে পরিনত হয়েছে। গোটা বাংলা এমনকি রাজ্যের কয়েকটি জেলায় বোমা তৈরীর কারখানাও পাওয়া গেছে, সেই কারখানায় বিস্ফোরনে বহু মানুষও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নারী নির্যাতন,অগ্নি সংযোগ,বোমা নিক্ষেপ,গুলি চালনার ঘটনা নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যদি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা হয়, তাহলে সর্বদা দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে

জনগণকে বিভ্রান্ত করা হলো কেন

কলকাতা ঃ. CAA বলে ভাওতা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হলো কেন জবাব চাই এই দাবীকে সামনে রেখে বিজেপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো ইউনাইটেড ফোরাম অফ ভোট ফর ইন্ডিয়া র কর্মীরা। এদিন প্রায় বেশ কিছু কর্মী বিজেপি অফিসের সামনে জড়ো হলে পুলিশ সেন্ট্রাল এভিনিউ এর ওপর তাদেরকে আটকে দেয়। সেখানেই তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এই বিক্ষোপ প্রায় ঘন্টার উপরে ধরে চলছে বিজেপি অফিসকে কেন্দ্র করে।

বিজয় শ্রী জুট মিলে আগুন

কলকাতা ঃ ফোরশোর রোডে জুট মিলে আগুন।বিজয় শ্রী জুট মিলে আগুন। ভোর সাড়ে চারটার সময় মিলের গোডাউনে আগুন লাগে।যেখানে মজুত প্রচুর পরিমান জুট। দায্য পদার্থ মজুত থাকার কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকার বেশি। প্রায় আড়াই ঘণ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের আধিকারিকরা।

বাড়ি জ্বালানোর অভিযোগে গ্রেফতার তিন তৃনমূল কর্মী

জয়নগর ঃ জয়নগরে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুনের ঘটনায় গোটা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এবার সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল তিনজনকে। অভিযুক্তদের নাম নজরুল মণ্ডল, আকবর ঢালি, আমানুল্লাহ জমাদার। এলাকায় তারা তিনজনই তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত।প্রসঙ্গত, গত সোমবার বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর খুনের পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জয়নগর। এই ঘটনার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দাবি, খুনের পিছনে সিপিএম কর্মীদের হাত রয়েছে। সেই সন্দেহর বশে গোটা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জিনিস পত্র ভাঙচুর থেকে শুরু করে সব তছনছ করে দেওয়া হয়। যদিও, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ সিপিএম সমর্থক হলেও তাদের অনেকেই জানিয়েছিলেন তারা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। সেই ঘটনায় গ্রেফতার হয় এই তিনজন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলার পাশপাশি ভাঙচুরের ঘটনায় আলাদা মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সইফুদ্দিন লস্কর নামজ পড়তে যাওয়ার সময় খুন হন। দুটি বাইকে এসে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় তাঁকে লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সইফুদ্দিনের। দ্রুত সেখানে পৌঁছন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা এক দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অপর এক দুষ্কৃতী পালাতে গেলে ক্ষিপ্ত জনতার বেদম প্রহারে মৃত্যু হয় তার।

সারা ভারত সংযুক্ত কৃষান সভার ১৭তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলনে রাজ্যের প্রাক্তন সেচ মন্ত্রী সুভাষ নস্কর

কলকাতা ঃ সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার ১৭ তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ। বর্ধমান শহরের বিরহাটায় আর, এস, পি, অফিসে।সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন আগামী ১৬ এবং ১৭ ই ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে অনুষ্ঠিত হবে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে রাজ্যের সমস্ত জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান কৃষি প্রধান জেলা। এই জেলায় বহু কৃষক চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আজকের জেলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন সেচ মন্ত্রী এবং বর্তমান সংযুক্ত কিষান সভার রাজ্য সম্পাদক সুভাষ নস্কর।জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সুভাষ নস্কর জানান,সারা রাজ্য জুড়েই কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। ধানের মূল্য সরকার যে নির্ধারণ করেছে সেটা যথেষ্ট নয় চাষীদের পক্ষে। ধানের মূল্যর থেকে অনেক বেশি খরচা হয় চাষের সরঞ্জাম কিনতে। আস্তে আস্তে বিদ্যুতের মূল্য অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যতই রাজ্য সরকার স্মার্ট মিটার চালু করুন কৃষকরা কোনভাবেই মানবে না। বর্তমানে যে সরকার চলছে সেই সরকার কৃষকদের অনুকূলে না চলে কৃষকদের বিরুদ্ধে যা যা করণীয় সব করে চলেছে । কৃষকদের মতামত নিয়ে কৃষি সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন করা দরকার রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার কেউ করছে না। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আগামী ২৬, ২৭, এবং ২৮শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সকল কৃষকরা রাজ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন। রাজ্যে যারা প্রকৃত কৃষক তারা কোনদিনই সরকারি সুযোগসুবিধা পায়নি এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে যে কৃষকদের ভাতা দেওয়া হয় সেই ভাতা সঠিক কৃষকের কাছে না গিয়ে কোন ধনী ব্যক্তির অ্যাকাউংটে গিয়ে জমা হচ্ছে। তাই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কৃষক একজোট হয়ে তাদের সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে।

ছট পুজোর ভোরে বিধ্বংসী আগুন

হাওড়া ঃ শিবপুরে ফোর্স রোডে বিজয় জুট মিল বিধ্বংসী আগুন থ।, আজ ভোরে মিলের ভেতর থেকে দাউ দাউ করে আগুন ও ধুয়া দেখতে পায় কর্মীরা। এরপরেই তারা তৈরি ঘড়ি আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হয় দমকলের দুটি ইঞ্জিনকে ঘটনাস্থলে তারা ছুটে আসে এরপর আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয় দীর্ঘ সময় ধরে চলছে এই আগুন নেভানোর কাজ।তবে পাটের গোডাউনে আগুন লাগায় বিপত্তি ঘটে। কিভাবে আগুন লাগল সে বিষয়ে মিল কর্তৃপক্ষ ,বলতে নারাজ তবে এই কারখানায় বারংবার আগুন লাগায়, একই জিনিসের পুনাবৃত্তি ঘটে কারখানায় আগুন নেভানোর কোনরকম সামগ্রী বা জলের সু ব্যবস্থা নেই দমকলের পক্ষ থেকে জানিয়েছে আগুন নেভাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে কারণ ওই মজুদ করা পাঠ যতক্ষণ না পরিষ্কার করা হবে আগুন কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নেভানো যাবে না। তবে প্রশ্ন চিহ্ উঠে এই মিলে কিভাবে বার বার আগুন লাগে।

শিলিগুড়ির ধনতলা গ্রাম থেকে ৪ দিন ধরে নিখোঁজ যুবক, উদ্বিগ্ন পরিবার

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পশ্চিম ধনতলা গ্রামের এক যুবক নিখোঁজ। তার নাম হাবিবুর রহমান মন্ডল। বাবার নাম বশিরউদ্দিন মন্ডল। তাদের আদি বাড়ি বালুরঘাটের হোলিদাডাঙায়। দশ বছর আগে সামাজিক মধ্য দিয়ে তাদের বিয়ে হয়। ফুলবাড়ী পশ্চিমধনতলা গ্রামের মুক্তার আলি মেয়ের সাথে। বিয়ের পর এক বছর ধরে ফুলবাড়ী এলাকায় বাবার বাড়িতে থাকেন মেয়ে জামাই সহ তার কন্যা সন্তান। বর্তমানে টোটো চালিয়ে সংসার করেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে সেই টোটো টিভি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। স্ত্রী তরিমা বানু জানান বিয়ের পর থেকে আমাদের কোনরকম সংসারে অশান্তি নেই, খুব ভালোভাবেই চলছিল।। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েই নিখোঁজ হয়ে যায় আমরা সবাই চিন্তায় রয়েছি। ইতিমধ্যে ঘটনার কথা জানিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তির মোবাইল ফোন না থাকায় তার সাথে যোগাযোগও করা হচ্ছে না। তাই এ নিয়ে পুলিশও ধন্দে রয়েছে।এদিন নিখোঁজ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল সকলে ভেঙ্গে পড়েছেন চিন্তায়।এদিন ক্যামেরার সামনে তার ছোট্ট মেয়ে বললেন বাবা তুমি যেখানে থাকো চলে আসো, আমরা তোমার জন্য খুব চিন্তা করছি।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত পরাজিতর কারনে গোলাই ফাস্ট লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো যুবক

কলকাতা ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত পরাজিতর কারণে গোলাই ফাস্ট লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো এক যুবক! রবিবার ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল বিশ্বকাপ খেলা ছিল সেই খেলা দেখতে মেতে উঠেছিল সবাই তার পাশাপাশি বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় টেশন পাড়াতেও একদল যুবক ওই খেলা দেখছিল কোনরকম ভাগ্যক্রমে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত পরাজিত হয়ে যায়। সেই দুঃখ, সেই কষ্ট, সহ্য না করতে পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো ২৩ বছরের রাহুল লোহার নামের এক যুবক। পরিবার সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাত্রে খেলা দেখে তার নিজের বাড়িতে আসে রাহুল। সেই সময় বাড়িতে কেউ থাকেনি। হঠাৎ পরিবার সহ পাড়ার বন্ধু বান্ধব খবর পেয়ে ছুটে যায় তার বাড়িতে সেখানে সবাই দেখে গলায় ফাস্ট লাগিয়ে ঝুলছে ওই ক্রিকেট প্রেমিক রাহুল। তড়িঘড়ি পাড়াপ্রতিবেশীরা ওই রাহুলকে নিয়ে যায়, বেলিয়াতোড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং ঘটনাস্থলে আসে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। তারা পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে আসলে ঘটনাটা ঠিক কি হয়েছে।

আগ্যামী তিন ম্যাসের মধ্যে এই রাস্তার কাজ তৈরি হবে মৃত মামুনি রায়ের মালডাঙ্গার গ্রাম রাস্তার সংস্কার

মালদা ঃআর মামুনি রায়ের মতো মৃত্যু চাইনা গ্রামবাসীরা।হাত জোড় করে পায়ে পড়ে রাস্তার জন্য কাতর আবেদন তৃণমূল বিধায়কের কাছে গ্রামবাসীদের। এমনই ঘটনার সাক্ষী বামন গোলা ব্লকের মালডাঙ্গা গ্রাম। দীর্ঘ বহু বছর ধরে রাস্তা বেহাল রাস্তার সংস্কার হয় না। বাম ,কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল জামানায় এই রাস্তার সংস্কার হয়নি। বিজেপির সংসদ খগেন মুর্মু সাংসদ তহবিল থেকে রাস্তা কাজ করার ক্ষেত্রে ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে গ্রামবাসীদের জানান।তবে গ্রামবাসীরা সাংসদ ও বিধায়কের কাছে এই রাস্তা সম্পূর্ণ সংস্কারের জন্য আবেদন করেন।

সংসদ ও বিধায়কের মালডাঙ্গা গ্রামের থেকে আসার পরের দিন সোমবার বিকেলে মৃত মামনি রায়ের পরিবারের সাথে মালডাঙ্গা গ্রামে গিয়ে দেখা করেন মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বকশি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। বিধায়ক আব্দুর রহিম বকশি পেয়ে এক গ্রামবাসী হাতজোড় করে পায়ে পড়ে রাস্তার আবেদন জানান। তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানান,আজকে এই মালডাঙ্গা গ্রামের বিধায়ক বিজেপির সাংসদ বিজেপির তাহলে তাদের সময় কেন এই রাস্তা হয়নি।সাংসদ বিধায়কের ফান্ড থেকে যে অর্থ সরকার বরাদ্দ করে সেই টাকার এক অংশ।আগামী তিন মাসের মধ্যে এই রাস্তার কাজ তৈরি হবে যার জন্য রীতিমতো প্রস্তাব পাস হয়েছে।

মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি ঃ এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ময়নাগুড়িতে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি পশ্চিম হারমতি এলাকায়। জানা যায় মৃত ওই মহিলার নাম রিংকু মন্ডল (৩৭)। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছেন। মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা যায় গতকাল বাড়িতে নিজের ঘরেই ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। বাড়ির লোক জানতে পেরে দ্রুত উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে আজ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এলাকায় বাইসনের হামলায় যখমএক মহিলা

কোচবিহার ঃকোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এর দক্ষিণ কালারের কুঠি এলাকায় বাইসনের হামলায় যখমএক মহিলা। স্থানীয় সূত্রে খবর আজ সকাল সাতটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বাইসন দেখতে পায়। লোকালয়ে বাইসন ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বাইসন টি দেখতে পেয়ে বনদপ্তরে খবর দিলে বনদপ্তর এর কর্মীরা দীর্ঘক্ষন চেষ্টার পর বাইসন টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

৪০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পোড়াঝাড় এলাকায় অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ মদন শর্মা, বয়স ৩৮। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুরনিগমের একাধিক এলাকায় উন্নয়নের লক্ষ্যে উদয়ন গুহর সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক এলাকায় উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। মঙ্গলবার এই বিষয় নিয়ে উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এই বৈঠকে শহরে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মন্ত্রীকে প্রস্তাব দেন মেয়র। জানা গিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে যা দিয়ে শহরের রাস্তাঘাট উন্নয়ন সহ একাধিক কাজ হবে। একই সঙ্গে ৩৪ নং ওয়ার্ডে একটি ব্রীজ তৈরি করা হবে।জানা যায় এর আগেই মেয়র উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী কে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কিছু কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই সমস্ত কাজ নিয়ে এদিন ফের আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান পুরনিগম এলাকাতে তেমনভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হবে, একইভাবে পুরো উত্তরবঙ্গ জুড়ে রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। একই সাথে বিভিন্ন গ্রামীন এলাকায় লাগানো হচ্ছে সোলার লাইট।

বেহাল অবস্থায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ইস্টার্ন বাইপাস রোডের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা এই ভিআইপি রোড, প্রতিবাদে সরব হলো স্থানীয় এলাকাবাসীরা

শিলিগুড়ি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ভিআইপি রোড। বিষয়টি বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি অবশেষে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে সরব হলো স্থানীয় এলাকাবাসীরা। জানাগেছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ইস্টার্ন বাইপাস রোডের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা এই ভিআইপি রোড । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থায় থাকায় মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে ওই রাস্তায়। এর আগেও শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে দ্রুত রাস্তা মেরামত করার আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনো রাস্তা তৈরি হয়নি ফলে অবিলম্বে এই রাস্তা মেরামত করার দাবি জানিয়ে এদিন রাস্তার উপর বাঁশ বেঞ্চ ফেলে রাস্তা অবরোধ করে এলাকাবাসীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তা মেরামত করতে হবে। অন্যদিকে এদিন বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

এবারে বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের জিভ টেনে ছিড়ে নেওয়ার বিধান জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির

মালদা ঃ এবারে বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের জিভ টেনে ছিড়ে নেওয়ার বিধান জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির। সমাজ ছাড়া করার হুঁশিয়ারী। মালদার বামনগোলায় পথসভা থেকে এই ভাষাতেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন আব্দুর রহিম বক্সী।এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল পাল্টা আক্রমণে বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু।

এদিন পথসভা থেকে বক্তব্য রাখার সময় জেলা তৃণমূল সভাপতি বলেন,খগেন বাবুরা, যে টাকা পান উনি বলেছেন ২৫ কোটি আমি বলছি ৩৫ কোটি। পাঁচ বছর ২৫ কোটি টাকা। আর ১০-১৫ বছর ধরে উনি বিধায়ক ছিলেন। উনি বলবেন রহিম বক্সি গালাগালি করছেন।কত টাকা কমিশনে সেই টাকা বিক্রি করেছেন কন্টাকটার এর কাছে। সেই ৩৫ কোটি টাকা কোথায় তার হিসেব দিতে হবে। যে মুখ দিয়ে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন, যে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলে মানুষদের বিভ্রান্ত করছেন, সেই মুখ থেকে জিভটা টেনে বের করে মানুষ প্রমাণ করবে যে মানুষ আপনাদের সঙ্গে নেই। যারা বিধায়ক কোটার টাকা কমিশনে বিক্রি করে খায় তাদেরকে সমাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন সংসদ তৈরি করি আমরা। উত্তর মালদায় ২০২৬ সালে আমরা নতুন বিধায়ক তৈরি করি তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই শপথ আমরা করি। মালদার বামন গোলা ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি এলাকায় এমনই মন্তব্য করেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি।

রাস্তার শিল্যান্যাস নিয়ে প্রকাশ্যে চাঁচলে গোষ্ঠীদ্বন্দ তৃণমূলে

মালদা ঃ চাঁচলের বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষের তত্ত্বাবধানে ঢালাই রাস্তার শিল্যানাস অনুষ্ঠান নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক।কার তত্ত্বাবধানে হচ্ছে এই রাস্তার কাজ? কৃতিত্ব কার?এই নিয়ে শুরু হয়েছে জলঘোলা।জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির দাবি রাজ্য সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থে রাস্তার কাজের শিল্যানাস অনুষ্ঠান হয় জেলাপরিষদের তত্ত্বাবধানে।

কালচিনি বাজার এলাকায় আক্রান্ত ব্যবসায়ী ও তার পিতা, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা ও ব্যবসায়ীরা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি বাজার এলাকায় আক্রান্ত ব্যবসায়ী ও তার পিতা । দুস্কৃতীদের শীঘ্র গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে কালচিনি দোকানপাট বন্ধ রেখে আলিপুরদুয়ার গামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা ও ব্যবসায়ীরা। তারা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় । গত ১৯ নভেম্বরে সন্ধ্যায় কালচিনি এলাকার চা বিক্রেতা বিকাশ সাহ দোকানে একজন যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আসে এবং তার সাথে বচসা হয় অভিযোগ ঐ যুবক চা বিক্রেতা বিকাশ সাহ মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং বিকাষ সাহ পিতা দীপলাল সাহ ও কানে আঘাত করে পলায়ন করে বর্তমানে বিকাষ সাহ ও তার পিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । এই ঘটনায় যুক্ত দুস্কৃতীদের শীঘ্র গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভে সামিল হয় এলাকার বাসিন্দারা ও ব্যবসায়ীরা। কালচিনি থেকে আলিপুরদুয়ার গামী রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় । ঘটনাস্থলে কালচিনি থানার পুলিশ পৌঁছেছে।

চোরাই বাইক সহ শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার এক

শিলিগুড়িঃ বিভিন্ন এলাকা থেকে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে মোটরসাইকেল চুরি চক্রের মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার মহম্মদ সাবির আলমকে গ্রেফতার করার পর এই চক্রে গ্রেফতার আরো এক। ধৃত রবি দাস নকশালবাড়ির বড় মনিরাম জোতের বাসিন্দা। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে মোটরসাইকেল চুরি চক্রে আরো কারা জড়িত তার তদন্তে নামবে পুলিশ। এই ঘটনায় একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই চক্রে এখন পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে এই চক্রের কাছে থেকে মোটরসাইকেলের বিভিন্ন পার্টস উদ্ধার করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাস চলাচলের দাবিতে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ

মালদা ঃ ৮১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ।মালতীপুর বাইপাসে ৮১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মঙ্গলবার বেলা দশটা থেকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। মালতীপুর,আটঘড়া, গোবিন্দপাড়া, কালীগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি ও স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বিক্ষোভ আংেদালন কর্মসূচি নিয়েছে। তাদের অভিযোগ, কালীগঞ্জ থেকে ভায়া মালতীপুর, কৃষ্ণগঞ্জের রুটে সরকারি বেসরকারি বাস চলাচল একপ্রকার বন্ধ রয়েছে। আর তার ফলে এলাকার মানুষজন সমস্যায় পড়ছেন। দীর্ঘকয়েক মাস ধরেই ওই রুটে সরকারি, বেসরকারি কোন বাস চলাচল করছেনা। আর তার ফলে সাধারণ মানুষের যেমন সমস্যা হচ্ছে। তেমনই তার প্রভাব পড়েছে এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যের উপরেও।

২ ঘন্টা পর বিডিওর আশ্বাস অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা

পুরাতন মালদা ঃসারের কালোবাজারি রুখতে তৎপর কৃষি দপ্তর। প্রত্যেকটি সারের দোকানে গিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করলেন ব্লক কৃষি আধিকারিক। চাষিরা যাতে ন্যায্য মূল্যে সার পাই সেই ব্যবস্থা করে দিলেন কৃষি আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, মালদহের পুরাতন মালদা ব্লকে সারের কালোবাজারি নিয়ে সরব হয়েছিলেন আলু চাষিরা। ধার্য মূল্য থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা অধিক দাম দিয়ে সার কিনতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন চাষিরা। সেই খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। তারপরে নড়েচড়ে বসল ব্লক কৃষি আধিকারিক। সোমবার বৈকালে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক এবং মহিষবাথানি দুই অঞ্চলের বিভিন্ন সারের দোকানে গিয়ে খতিয়ে দেখেন চাষীরা ন্যায্য মূল্যে দাম পাচ্ছেন কিনা। যদিও এ বিষয়ে চাষীদের তরফে বলা হয়েছে, দীর্ঘ আংেদালনের পর অবশেষে প্রশাসন কৃষকদের পাশে গঙ্গা ১০.২৬.২৬ নিয়ে যে কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছিল ১৪৭০ টাকার পরিবর্তে ৪০০-৫০০ টাকা বেশি দামে কিনতে হচ্ছিল। তবে কৃষি দপ্তরের তৎপরতায় বর্তমানে সরকারি নির্ধারিত যে দাম রয়েছে ১৪৭০ টাকা সে টাকায় দিতে এখন বাধ্য হচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু সার ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে এ বিষয়ে রাসায়নিক সার ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, যে সারের চাহিদা ছিল বাজারে সে সার পাওয়া যাচ্ছিল না যার পরিবর্তে অধিক দামে বিক্রি করতে হচ্ছিল। যদিও এখন গঙ্গা ১০.২৬.২৬ পাওয়া যাচ্ছে আমরা কৃষকের কাছে তা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করছি।

জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো ১১২ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ বৈকণ্ঠনাথ পিঞ্জরাপোল গোশালার মেলা

জলপাইগুড়ি ঃজলপাইগুড়ি শহরের ১১২ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ গোশালা মোড় সংলগ্ন শ্রী বৈকণ্ঠনাথ পিঞ্জরাপোল গোশালার মেলা। দেখতে দেখতে এই মেলা ১১২ বছরে পদার্পণ করলো। উল্লেখ্য কার্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে প্রতিবছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ বছরও তার অন্যথা হয়নি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গো মাতার পূজোর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।এরপর ফিতে কেটে মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়। ফিতে কেটে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবি কৃষ্ণ দাস মহাশয় ।মেলার উদ্বোধন করতে এসে কৃষ্ণ বাবু জানান এই গোশালার সরকারি মতে ১১২ বছরের পুরোনো, কিন্তু কথিত এই গোশালা আরও বহু বছরের।পরিকাঠামগতভাবে আরেকটু উন্নতি দরকার এই গোশালার। তিনি এই মেলা শেষে পরে এই বিষয় নিয়ে গোশালা কমিটির সাথে আলোচনা করে যতটা সম্ভব উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবেন বলে জানালেন।এই মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে দোকানিরা বসেছে, এই মেলাকে কেন্দ্র করে মেলা প্রাঙ্গণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চেও প্রচুর মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা যায়।গোমাতাকে কলা গুড় খাইয়ে পা ধরে প্রণাম করে পূর্ণ অর্জন করতেও প্রচুর মানুষকে দেখা যায়।

সাতসকালে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার। চাঞ্চল্য ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি ঃ মঙ্গলবার সাতসকালে ময়নাগুড়ি শহরের দুটি পৃথক যায়গা থেকে একজন হোমগার্ড কর্মী ও তার মায়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়িতে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ময়নাগুড়ি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষি জমি থেকে। এদিকে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে তাদের বাড়ি থেকে তার মায়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম পরিমল বর্মন (৪৫)। তার মায়ের নাম সবিতা বর্মন (৬৫)। পরিমল বর্মন তিনি জলপাইগুড়িতে হোমগার্ডের চাকরি করতো বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মা ও ছেলে মিলে দুজনেই এই বাড়িতে থাকতেন। শান্তিপ্রিয় শহর ময়নাগুড়িতে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কে রয়েছে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

বন্দে ভারত ট্রেনে কাটা পড়লো এক স্কুল ছাত্রী

মালদা ঃ বন্দে ভারত ট্রেনে কাটা পড়লো এক স্কুল ছাত্রী।দিদির বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফেরার পথে ডাউন বন্দে ভারত একপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দশম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীর। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার সামসী রেল গেটের কাছে। জানা গেছে, মৃত স্কুলছাত্রীর নাম বাসন্তী মন্ডল, বয়স ১৬ বছর। তার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার কাপাসিয়া গ্রামে।এদিন সে তার দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে বাইকে চেপে মালদার ভুতনী থেকে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কিন্তু সামসী রেল গেটের কাছে রেল লাইনের ধারে শৌচকর্ম, করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ ডাউন বন্দে ভারত একপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বলে খবর।পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন ভুতনি থেকে ইটাহার যাওয়ার পথে সামসী রেল গেটের কাছে,শৌচকর্ম করতে যাচ্ছিল রেললাইনের ধারে সে সময় হঠাৎ করে বন্ধ ভারত ডাউন ট্রেন ঢুকে পড়ে কিছু বোঝার আগেই ধাক্কা মেরে চলে যায় বাসন্তী মন্ডলকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আছে রেল পুলিশ তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হসপিটাল নিয়ে গেলে তোকে মৃত বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

খুশির সঙ্গে বলতে চাই যে বাইডেনের দিন শেষ!

একজন প্রেসিডেন্ট কতটা ভিতু হতে পারেন, তার স্মারক হয়ে থাকবে আলিঙ্গনটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অক্টোবরের মাঝামাঝিতে তেল আবিবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। বোঝাতে চান, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে আছে, এ শুধু কথার কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যিই ইসরায়েলের সঙ্গে আছে। দৃশ্যটি আবার মনে করুন। বাইডেন এয়ারফোর্স ওয়ান থেকে নামছেন, নেতানিয়াহু উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠছে। মাথার ওপরে চক্কর দিতে থাকা 'হোয়াইট হাউসের' শব্দে নিচে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না এ সময়। আমরা দেখলাম, নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগকে দেখে মাথা নাড়ছেন। ইসরায়েলি ও মার্কিন দেহরক্ষীরা পাশে দাঁড়ানো। মিনিট কয়েক পর, বাইডেন তাঁর সেই ট্রেডমার্ক বৈমানিক রোদচশমা পরে উড়োজাহাজ থেকে নামতে শুরু করেন। বিমানের সিঁড়িতে বিরতি নেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর নেতানিয়াহুর দিকে তিনি এমনভাবে তাকান, ঠিক যেমনভাবে ভাবি নববধূ তাঁর স্বামীর দিকে তাকায়।

তিনি কিছুটা বিবর্ণ ও ক্লান্ত। একসময় বিরতি ভেঙে বাইডেন উজ্জ্বল মুখ করে নেতানিয়াহুর দিকে এগিয়ে যান। তাঁর পিঠে হালকা চাপড় দেন বাইডেন। আনন্দে আত্মহারা প্রধানমন্ত্রী কিছু একটা বলেন এ সময়, উত্তরে বাইডেনও কিছু একটা বলেন। রাজনীতিকেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে থাকেন প্রায়ই। কিন্তু এই দুই নেতার দীর্ঘ আলিঙ্গন ছিল আন্তরিক। যার মর্মার্থ দাঁড়ায়, ইসরায়েলের অপরিহার্য পৃষ্ঠপোষক নিজে উড়ে এসেছেন এই বার্তা নিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র তার অপরিহার্য মিত্রের পাশে থাকবে। কিন্তু বাইডেন ও তার সমর্থক শিবিরের অজান্তেই একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। এমনিতেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কিছুটা নড়বড়ে। নেতানিয়াহুর সামনে 'ব্রো' চেহারা নিয়ে হাজির হয়ে তিনি যে একাত্মতা ঘোষণা করলেন, তাতে হয়তো এবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দরজাই বন্ধ হয়ে গেল। অচিন্তনীয় হলেও সত্য যে বাইডেন তেল আবিবে গিয়ে এমন একটি সরকারের পক্ষে দাঁড়ালেন, যে সরকার বহু বছর ধরে কর্তৃত্বপরায়ণ। যে সরকারকে নিয়ে তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় উদ্বিগ্ন থেকেছেন, এমনকি অবজ্ঞাও করেছেন। ওই যে বলে না, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখানেও ব্যাপারটা দাঁড়াল এমন। কয়েক সপ্তাহ পরই এই আলিঙ্গনকে বাইডেনের নির্লজ্জ কপটতা ও গোঁয়ার্তুমির প্রতীক হিসেবে ধরা হলো। এই প্রেসিডেন্টই কিছুদিন আগে রাশিয়ার নির্দয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। অথচ তিনিই গাজা ও গাজার বাইরে ইসরায়েলের বর্বর হামলার পক্ষে দাঁড়ালেন। আরও চোখে লাগল, যখন এই প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনি শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের ওপর তাঁর মিত্র ইসরায়েলের হামলার প্রশংসা করে সাফাই গাইলেন। বাইডেনের এই কপটতা ও গোঁয়ার্তুমি শুধু মানুষকে আহত করেনি, নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজ্যের মানুষকে ক্ষুব্ধও করেছে, বিশেষ করে তরুণ ডেমোক্র্যাট ও আরবমার্কিনদের। এই ক্ষোভদুঃখকে সঙ্গে করে কমান্ডার ইন চিফকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে, যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে আর এক বছরও সময় নেই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটা ভোটের ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়। তা হলো বাইডেন ও তাঁর একচোখা পারিষদেরা ইসরায়েলের প্রতি শর্তহীন সমর্থনের প্রভাব কতটা গভীর হতে পারে, সে সম্পর্কে ধারণা করে উঠতে পারেননি। যেমন তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি, একজন প্রযুক্তিবান্ধব ও কৌশলী রাজনীতিককে আলিঙ্গনের ফল কেমন হতে পারে। কারণ, ওই রাজনীতিককে লাখ লাখ ইসরায়েলিই পছন্দ করেন না। বাইডেন প্রশাসনের ধারণা ছিল, ৭ অক্টোবর হামাসের প্রাণঘাতী হামলার পর ইসরায়েলকে যে কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাবে সবাই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের বাইরে গেলেও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো হবে ইতিবাচক। আদতে বাইডেনের প্রতি আরবমার্কিনদের সমর্থন এখন দ্রুত উবে যাওয়ার পথে।

অস্টিওপরোসিস ঃ হাড় ক্ষয় কেন হয়, সেরে ওঠার উপায় কী?

একদিন সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা বেঁকে হাড় ভেঙ্গে গেল, কিংবা হাতে খুব ঠুনকো আঘাতেই দেখা গেল ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছে। পরে পরীক্ষায় জানতে পারলেন, আপনি দীর্ঘদিন ধরে অস্টিওপরোসিসে আক্রান্ত।

অস্টিওপরোসিস হচ্ছে একটি হাড়ের এমন এক ধরণের ক্ষয় রোগ যা আপনার হাড়কে ভীষণ দুর্বল করে ফেলে, যার কারণে সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যায় বা ফেটে যায়। অর্থোপেডিক সোসাইটির মতে, দেশটির মোট জনসংখ্যার অন্তত তিন শতাংশ অস্টিওপরোসিসে আক্রান্ত এবং পুরুষের তুলনায় নারীদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। বয়সের সাথে সাথে হাড় দুর্বল হবেই। একে থামিয়ে রাখার কোনো ওষুধ বা উপায় আবিষ্কার হয়নি। তবে চেষ্টা করলে হাড়ের এই বুড়িয়ে যাওয়ার গতি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

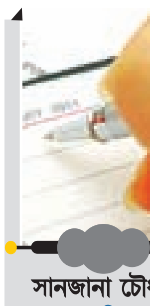

সানজানা চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

অস্টিওপরোসিস কী এবং কেন হয়

অস্টিও অর্থ হাড় এবং পরোসিস অর্থ পোরস বা ছিদ্র। সে হিসেবে অস্টিওপরোসিস বলতে বোঝায় যখন হাড়ে বেশি পরিমাণে ছিদ্র থাকে।

হাড়ে বেশি ছিদ্র থাকা মানে বোন ডেনসিটি বা হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া। এতে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সহজেই হাড় ভেঙ্গে যাওয়া বা ফ্র্যাকচার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাড় দুর্বল হওয়ার এই স্বাস্থ্যগত অবস্থাই অস্টিওপরোসিস।

হাড়ের দু'টি অংশ থাকে। ওপরের শক্ত আবরণটিকে বলা হয় কমপ্যাক্ট বোন। ভেতরে স্পঞ্জের মতো ছিদ্র ছিদ্র করা স্তরটিকে বলা হয় স্পঞ্জি বোন বা ট্রেবাকুলার বোন।

অস্টিওপরোসিস হলে হাড়ের ওপরের আবরণ বা কম্প্যাক্ট বোন অনেক পাতলা হয়ে যায় এবং স্পঞ্জি অংশটির ছিদ্র বেড়ে যায় বা ঘনত্ব কমে যায়, যা হাড়কে দুর্বল করে ফেলে।

হাড় সাধারণত একদিকে ক্ষয় হতে থাকে আরেকটি গঠন হতে থাকে। যদি ক্ষয় হওয়ার গতি, নতুন হাড় গঠন হওয়ার গতির চাইতে কমে যায়, তখনই অস্টিওপরোসিস হয়।

কম্প্যাক্ট বোনের গঠন প্রতি ১০ বছর অন্তর আর স্পঞ্জি বোন প্রতি তিন বা চার বছর পর পর বদলায়।

মূলত বয়স বাড়ার সাথে সাথে হাড় দুর্বল হতে থাকে যা বার্ধক্যের একটি স্বাভাবিক বিষয়। তবে কিছু মানুষের এই হাড় ক্ষয়ের প্রবণতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি।

ব্রিটেনের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের তথ্যমতে, মানুষের হাড় সবচেয়ে বেশি মজবুত অবস্থায় থাকে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে। এরপর থেকে হাড় দুর্বল হতে শুরু করে।

কারা বেশি ঝুঁকিতে

বয়সের হিসেবে পুরুষদের তুলনায় নারীরা আগে অস্টিওপরোসিসে ভোগেন এবং নারীদের এতে আক্রান্তের ঝুঁকিও বেশি।

বিশেষ করে নারীদের মেনোপজের পরে তাদের শরীরে অ্যাস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যায়, ফলে তখন তাদের হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে।

সাধারণত ৪৫ বছরের আশেপাশে বেশিরভাগ নারীর মেনোপজ শুরু হয়। এছাড়া যেসব নারীরা ডিম্বাশয় অপসারণ করেছেন তাদেরও হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি রয়েছে। আবার অনেকের জিনগত বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রার ওপরেও এই হাড়ের সবলতা নির্ভর করে।

যেমন আফ্রিকার মানুষদের হাড়ের গঠন প্রকৃতিগতভাবেই মজবুত, সেক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে শ্বেতাঙ্গ ও এশীয় অঞ্চলের মানুষ।

এছাড়া যাদের খাবারে কোনো বাছবিচার নেই, স্থূলতায় ভুগছেন, কিংবা অপুষ্টিতে আক্রান্ত, শুয়ে বসেন থাকেন, কায়িক শ্রম করেন না কিংবা দীর্ঘমেয়াদী জটিল রোগে আক্রান্ত, তাদেরও অস্টিওপরোসিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

আবার পরিবারে অন্য সদস্যের এই রোগ থেকে থাকলে তার পরবর্তী প্রজন্মেও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কারও যদি ধূমপান, অতিরিক্ত মদপান ও মাদক সেবনের মতো অভ্যাস থাকে, সেটিও অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি বাড়ানোর কারণ।

আবার ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে, হাইপার থাইরয়েডিজম বা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা থাকলে, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের কারণে যেকোনো বয়সীদের অস্টিওপরোসিস হতে পারে।

অ্যানোরেক্সিয়া বা বুলিমিয়ার মতো খাওয়ার ব্যাধি থাকলে এর ঝুঁকি বাড়ে। এসব রোগের কারণে রোগীর খাবারের রুচি একদমই থাকে না।

ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও এই রোগ হওয়ার বড় কারণ বিশেষ করে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে উচ্চডোজের স্টেরয়েড ট্যাবলেট গ্রহণ করলে, অ্যান্টিঅ্যাস্ট্রোজেন ট্যাবলেট খেলে যেটা নারীরা স্তন ক্যান্সারের পরে গ্রহণ করেন।

সাধারণত কবজির হাড়, উরুর হাড় ও মেরুদণ্ডের হাড় সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকে। আবার বাহু, কোমর এমনকি পাঁজরের হাড়ও নরম হয়ে যায়। এমনও দেখা গিয়েছে যে জোরে হাঁচি দেয়ার কারণেও রোগীর পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছে, মেরুদণ্ডের কশেরুকায় ফাটল ধরেছে।

এই রোগটি থেকে শতভাগ সুস্থ হওয়ার ওষুধ নেই। তবে একে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা গেলে হাড়ের ক্ষয়ের গতি কমানো সম্ভব।

অস্টিওপরোসিসের আগের পর্যায়কে বা রোগের প্রাথমিক অবস্থাকে অস্টিওপেনিয়া বলা হয়। এই পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অস্টিওপরোসিসের গতি কমানো সম্ভব।

লক্ষণ

আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে আপনার অস্টিওপরোসিস আছে কিনা সেটা আগে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাড় ভাঙলে বা ফ্র্যাকচার হলেই কেবল বিষয়টি সামনে আসে।

প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না কিন্তু পরিস্থিতি যখন জটিল রূপ নেয় তখন রোগীর

ঘাড়ে, কোমরে, মেরুদণ্ডে প্রতিনিয়ত ব্যথা হয়

পেশী ব্যথা করে বা পেশী দুর্বল লাগে

বয়স্কদের ক্ষেত্রে উচ্চতা কমে যায় বা কুঁজো হয়ে যায়, কারণ হাড় ক্ষয় হওয়ার কারণে মেরুদণ্ড শরীরের ভার নিতে পারে না, এজন্য মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে শরীর ঝুঁকে আসে, অনেক সময় হাড় ভেঙে যায়

পাঁজরের হাড় নীচের দিকে ঝুলে পড়ে

হাড় না ভাঙ্গা পর্যন্ত অস্টিওপরোসিস সাধারণত কষ্টকর হয় না, তবে মেরুদণ্ডের হাড় একবার ভাঙলে সেটা দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে হয়।

প্রতিরোধ

অস্টিওপরোসিস প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধের ওপর বেশি জোর দিতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই রোগের ঝুঁকি যেহেতু বয়সের সাথে বাড়ে তাই আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে। আমরা বয়স্কদের শুয়ে বসে থাকতে বলি। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে শারীরিক পরিশ্রম করা বেশ জরুরি।

যারা নিয়মিত কায়িক শ্রম করেন বা শরীরচর্চা করেন তাদেরও হাড়ের গঠন মজবুত হয়, হাড় ক্ষয়ের গতি কমে যায় এবং হাড় গঠনের গতি বেড়ে যায়।

রক্তের ক্যালসিয়াম, ফসফেট সেইসাথে অ্যাস্ট্রোজেন, টেস্টোটেরন ও গ্রোথ হরমোন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে।

তাই ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, প্রোটিন, ওমেগাথ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি অক্সিডেন্টযুক্ত খাবার খেলে সেইসাথে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেলে, অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রতিদিন অন্তত ১০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেতেই হবে।

সেইসাথে ধূমপান ও মদপানের অভ্যাস থাকলে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

পরীক্ষা

অস্টিওপরোসিস পরীক্ষা করা হয় ডুয়েল এনার্জি এক্স রে অ্যাবজরপশিওমেট্রি বা সংক্ষেপে ডেক্সা স্ক্যানের মাধ্যমে।

এখানে রোগীকে শুইয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ স্ক্যান করা হয় যা সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত পদ্ধতি। এটা করতে ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে, এক্ষেত্রে শরীরের যে অংশটি স্ক্যান করা হচ্ছে তার উপর সময় নির্ভর করে।

একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক তরুণের হাড়ের সাথে তুলনা করে রোগীর হাড়ের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়। এই গণনা করা হয় টি স্কোর দিয়ে।

পরীক্ষায় রোগীর টি স্কোর যদি মাইনাস দুই দশমিক পাঁচ বা তার কম আসে, তাহলে বুঝতে হবে তার অস্টিওপরোসিস আছে।

এছাড়া পরীক্ষায় রোগীর হাড়ের পরিস্থিতি কয়েকটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। রোগীর হাড়ের অবস্থা কোন গ্রেডে আছে, রোগীর বয়স, লিঙ্গ, ভবিষ্যতে হাড় ভাঙার ঝুঁকি কতোটা আছে, আগে হাড় ভেঙেছিল কিনা সেটার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে।

আপনার যদি অস্টিওপেনিয়া অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় রোগটি ধরা পড়ে তাহলে আপনার হাড় সুস্থ রাখতে এবং অস্টিওপরোসিস হওয়ার ঝুঁকি কমাতে আপনি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন।

যদি অস্টিওপরোসিস ধরা পড়েই যায় তাহলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেয়ার পাশাপাশি চলাফেরায় সাবধান হতে হবে এবং নিয়মিত চোখের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করাতে হবে।

চিকিৎসা

হাড় মজবুত করার ওষুধ দিয়ে অস্টিওপরোসিসের চিকিৎসা করা যায়।

প্রতিনিয়ত আমাদের যে হাড় গঠন হচ্ছে সেটা কেমন মজবুত হবে, সেটা নির্ভর করবে শরীরের সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেলের ওপর।

সাময়িকী

ফিলিস্তিন প্রশ্নে ভারত নিজের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে

গাজায় চলমান ইসরায়েলহামাস সংঘাতের বিষয়ে ভারত যে শক্ত অবস্থান নিয়েছে, সেটি দিল্লির পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাঁকবদলকে স্পষ্ট করে। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে ভারতের যে বিশ্বদৃষ্টি জারি আছে, তা মূলত ভারতের ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আদল পেয়েছে।

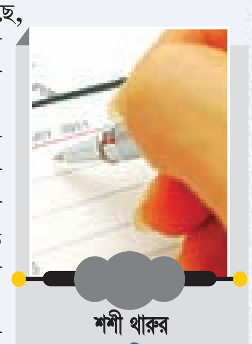

শশী থারুর
প্রাবন্ধিক

ভারত ২০০ বছর একটি বিদেশি শক্তির উপনিবেশ হিসেবে কাটিয়েছে। শীতল যুদ্ধের সময় দেশটি সেই ঔপনিবেশিক দেশটির পক্ষ নেয়নি। কারণ, এর মধ্য দিয়ে ভারত বৈশ্বিক নীতিনির্ধারক কোনো শক্তির পক্ষে নাম লিখিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিকে বলি দিতে রাজি ছিল না। এই আধুনিক বিশ্বে এখন কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন একটি মোহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে 'জোট নিরপেক্ষতা'র (যেটিকে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্যমূলক দূরত্ব বজায় রাখার ধারণা বলা যেতে পারে) জন্ম হয়েছে। তবে শীতল যুদ্ধের সময়ের ভারতের জোটনিরপেক্ষ থাকাটা সম্ভবত এখনকার চেয়েও অনেক কঠিন ছিল।

ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটানোর একটি নেতৃস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে ভারত সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি নৈতিক অবস্থান নিয়েছিল। ভারতের এই অবস্থানকে প্রায়ই পশ্চিমাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তবে সে সময়ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি ভারতের অবিচল আনুগত্য এবং নিজ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে থাকা বৈচিত্র্যের প্রতি দেশটির শ্রদ্ধা প্রদর্শন পশ্চিমা উদারপন্থীদের মুগ্ধ করে আসছিল।

ইসরায়েলফিলিস্তিন সংঘাত প্রশ্নে ভারত সেই জোটনিরপেক্ষ নীতির পথে অবিচল ছিল। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে তৎকালীন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনএই দুই ভাগে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, ভারত তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। কারণ, দেশভাগের যন্ত্রণা ভারতের উপলব্ধিতে ছিল। কারণ, ওই বছরই আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের নামে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল। এ কারণে ভারত চেয়েছিল ফিলিস্তিনে একটি অবিভক্ত স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে ইহুদি ও আরবরা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত ইসরায়েলের সঙ্গে কনস্যুলার লেভেলে চার দশক ধরে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। অবশেষে ১৯৯২ সালে ভারত ইসরায়েলে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। এ ছাড়া প্রথম অনআরব দেশ হিসেবে ভারত ১৯৭৪ সালে ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও) স্বীকৃতি দেয়। ভারতই প্রথম অনআরব দেশ, যে কিনা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিল (১৯৮৮ সালে)। কিন্তু পাকিস্তানের মাটিকে কেন্দ্র করে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে ধীরে ধীরে উষ্ণ করে তোলে। কারণ, ভারতের মতো ইসরায়েলকেও ইসলামি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এর জের ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সহযোগিতা বাড়তে শুরু করে। তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীর হতে থাকে। তবে ভারতের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমানের ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি থাকার কারণে ভারতের সরকারগুলো পিএলওর প্রতি সমর্থন বজায় রেখে এসেছে। পিএলওর চেয়ারম্যান ও ফিলিস্তিনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত যখন ইসরায়েলফিলিস্তিন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি চেয়েছিলেন, তখন ভারত দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সমর্থক হয়ে ওঠে। হাতে গোনা যে কয়টি রাষ্ট্র বর্তমানে রামাল্লা ও তেল আবিবএ দুই স্থানেই রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত রেখেছে, তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম। তবে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ইদানীং নিবিড়তর হয়েছে। ইসরায়েল ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। ইসরায়েল এখন ভারতের গোয়েন্দা সহযোগিতার একটি বিশ্বস্ত অংশীদার। বলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী সরকার অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের শায়েস্তা করতে যেসব নজরদারি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, সেগুলোর সরবরাহকারী দেশ হলো ইসরায়েল।

জানা অজানা

অহংকার ও অভিমান দুই ভাই

সুনীল কুমার দে

অহংকার ও অভিমান দুই ভাই।এরা দুই ভাই কম বেশি সব মানুষের বন্ধু।এরা মানুষ কে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

অহংকার অনেক প্রকারের হয়,রূপের অহংকার,ধনের অহংকার,জ্ঞানের অহংকার,বিদ্যার অহংকার,পদের অহংকার,প্রতিভার অহংকার আরো অনেক কিছুর অহংকার হয়ে থাকে।অহংকারে মানুষ ধরা কে সরা জ্ঞান করে।মাটিতে পা পড়ে না।মানুষ কে মানুষ বলে গণ্য করে না।মানুষের সাথে মিশতে পারে না।মানুষ কে ভালোবাসতে পারে না।এই অহংকার থেকে জন্ম নেয় অভিমান।আমাকে কেউ মানে না,গনে না,আমাকে কেউ ডাকে না,সম্মান দেয় না,আমি ওখানে যাবো না,সেখানে যাবো না,আমার কথা কেউ শুনে না,আমার কেউ নাম করে না,এই গুলো হলো অভিমানের কথা।এই অহংকার ও অভিমান মানুষ কে মানুষের কাছ থেকে ও সমাজের কাছ থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়।এই অহংকার ও অভিমান নিয়ে অনেকেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।বহু জ্ঞানী,গুণী, ধনী ও মানি ব্যক্তি হয়েও সে সমাজে স্থান পায় না,শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না,মরার পর সেই সব অহংকারী ও অভিমানী মানুষ কে কেউ মনে রাখে না।তাই এই অহংকার ও অভিমানের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেকে একটু ছোট করতে হবে।বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে।জ্ঞান ও ভক্তি কে সাথে নিতে হবে।মন কে সুন্দর,উদার ও পবিত্র করতে হবে।মানুষ কে ভালোবাসতে হবে।এই সংসার টাকে অনিত্য ও ক্ষনস্থায়ী ভাবতে হবে তবেই আমরা অহংকার ও অভিমানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

ষোলোয় হোক ভোটাধিকার

মহম্মদ ওয়াশিম

আমাদের ভারত বর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ । ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই নির্দিষ্ট সময় পরপর ভোট দিয়ে নির্বাচন করতে হয় আমাদের শাসক কে হবে, কে চালাবে দেশ, রাজ্য এমনকি একটা পঞ্চায়েতের প্রধান কে হবেন সেটাও নাগরিককে ভোটের মাধ্যমেই নির্বাচন করতে হয় । পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নাগরিকগণ ভোট প্রদানের মাধ্যমেই নির্বাচন করেন । আর এই নির্বাচন করানোর দায়িত্ব পালন করে থাকেন ১৯৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি গঠিত ভারতের নির্বাচন কমিশন । ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৮ বছর বা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোট দেওয়ার অধিকার রাখেন । কিন্তু শুরু থেকেই দেখা গেছে ১৮ বছরের কম বয়সেও ভোটার হয়েছেন । যদিও সেটা সরকারি কর্তৃপক্ষের কোন ভুল নয়, কারন আগে মানুষ সচেতনের তুলনায় অসচেতন বেশি ছিলেন । এছাড়াও আগে মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন তেমন ছিল না । তখন মানুষ নিজেদের নথিপত্র সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না । এছাড়াও তখন প্রযুক্তির অভাব ছিল । তখন মৌখিক ভাবেই ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেওয়া হত ।

তখন যেকোন কাজ হয়েছে অফলাইন মেথডে । বর্তমান যুগের মতো তখন নথিপত্র নিয়ে এত কড়াকড়ি করা হতনা ।

আগে মানুষের বয়সের প্রমাণাদির অভাবে গ্রামের নেতাদের মৌখিক কথায়, পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট অথবা নোটারি এফিডেফিটের মাধ্যমে ভোটার লিস্টে তোলা হয়েছে ভোট প্রদানকারী ব্যক্তির নাম । বর্তমানে সেটা আর হয় না কারণ পুরনো যুগ পেছনে ফেলে এখন আমরা বাস করছি ডিজিটাল যুগে । আমরা পেয়েছি বিজ্ঞানের দেওয়া নানারকম উন্নতমানের আধুনিক প্রযুক্তি । আধুনিক যুগের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন যতবারই ভোটার লিস্ট কারেকশন করিয়েছেন ততবারই বেরিয়েছে সহস্রাধিক জাল বা ভুয়ো ভোটার । এই জাল ভোটাররা হলেন ¯ একাধিক ভোটার কার্ড বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা অল্পবয়স্ক ভোটার কার্ড ধারী ব্যক্তি । ঐ সময় প্রযুক্তির অভাবে মৌখিক কথায় বা সামান্যতম নথিপত্রের মাধ্যমে যাঁরা ভোটার হয়েছিলেন তাঁদেরকে বর্তমান যুগে ধরা খুব সহজ হয়ে উঠেছে । কথা হল সেই ব্যক্তি যিনি প্রাপ্তবয়স্কের আগেই ভোটার হয়েছিলেন ও ভোট প্রদান করেছেন, তার ভোটার হওয়া প্রযুক্তির অভাব না নথিপত্রের ঘাটতি সেটা বড় কথা নয় । মূল কথা হলো, তিনি ভোট দিয়েছেন তার প্রিয় প্রার্থীকে । হয়তো বা পরে সে ব্যক্তির ভোটার কার্ড সংশোধন হয়েছে অথবা জাল ভোটার কার্ড বাদ গিয়েছে ।

এখন প্রশ্ন হলো ¯ অশিক্ষা, অসচেতনতার যুগে যদি ভুলবশত কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ভোট গ্রহণযোগ্য হতে পারে তাহলে সচেতন ও শিক্ষার যুগে সেটা হবেনা কেন ? একটা সময় ছিল যখন মানুষ নিজের নথিপত্রের প্রতি সচেতন ছিলেন না । এলাকায় শিক্ষকের অভাব ছিল । তখন মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন খুব একটা ছিল না । এছাড়াও ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব । শিক্ষালাভের জন্য দূরদূরান্তে মানুষকে ছুটে যেতে হত । বর্তমান যুগ তেমনটা নয়, এখন না আছে শিক্ষার অভাব, না আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব । বর্তমান যুগে আমাদের কাছে আছে আধুনিক বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি যার মধ্যে মোবাইল অন্যতম । ঘরে বসেই সমস্যা সমাধান করার মতো বিভিন্ন রকম অনলাইন প্রযুক্তি, ওয়েবসাইট এসে গেছে । ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবের মতো উন্নত মানের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নাগরিকগণ পেয়েছেন । এইসব সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ও ইঃটারনেট ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হাতে মোবাইলের মতো উন্নত প্রযুক্তি থাকার কারণে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষই সচেতন । খুব সহজেই সেকেন্ডের মধ্যে ঘরে বসেই দূরদূরান্তের ভালো মন্দ খবর পৌঁছে দেয় মানুষের কাছে এই মোবাইল । ফলে বর্তমানে একটা বাচ্চা নিজের ভালো মন্দটা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারে । এছাড়াও বহু শিশুর কান্না থামানোর পেছনেও ভয়ানক অবদান বহন করে মোবাইল । এমনকি ভারতবর্ষের অধিকাংশই রাজ্যে সরকার নিজ টাকা ব্যয় করে দশম শ্রেণী থেকেই মোবাইল ও ট্যাব বিতরণ শুরু করেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে । তাহলে যেখানে মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষিত বিবেচনা করেই সরকার ওই সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালক ছাত্রছাত্রীদেরকে সচেতন ও শিক্ষার অধিকারী ভেবে মোবাইল ও ট্যাবের মতো আধুনিক প্রযুক্তি ধরিয়ে দেন তাদের শিক্ষা ও সচেতনতা আরও মজবুত করার জন্য । এমনকি বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের অভিনব প্রচেষ্টা ইশ্রম কার্ড যদি ১৬ বছর বয়সে বানানো যেতে পারে তাহলে সেখানে একজন মাধ্যমিক পাস করা ১৬ বছর বয়সের ছেলে বা মেয়ের ভোট গ্রহণ করাই যেতে পারে । কারণ মাধ্যমিক পাস করা ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েরা যদি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম চালাতে সক্ষম হয়, মোবাইল ইঃটারনেট ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাস করে তাদের পড়ালেখা করতে পারে । এমনকি ১৬ বছর বয়সের একজন ছাত্র বা ছাত্রী বিভিন্ন রকম প্রয়োজনীয় ফর্ম ফিলাপ, নথিপত্রের কাজ কর্ম করতে পারে তাহলে সেই নাগরিকও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়া যে কোনো শাসক কেও নির্বাচন করতে পারবে । একজন নারী পুরুষ উভয়েই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার আগে একে অপরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে পারে সারা জীবনের জন্য । অতএব একজন ষোলো বছরের নাগরিক মাত্র পাঁচ বছরের জন্য দেশের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেটাও বেছে নিতে পারবে । তাই আর্জেঃটিনা, অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, কিউবা, ইকোয়াডর, মালটা, নিকারাগুয়া, স্কটল্যান্ড ওই সমস্ত দেশগুলোর মতোই ভারতবর্ষেও ষোলো বছর বয়সের নাগরিককে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হোক । রাজ্য সরকার, ভারত সরকার ও ভারতের নির্বাচন কমিশন উভয়ের মিলিত প্রয়াসে ভারতে চালু হোক ষোলো বছর বয়সে ভোটাধিকার প্রথা ।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে পুলিশ নিজেদের কাজ অব্যাহত রেখেছে, এই বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত জল ঘোলা হলে বর্তমান প্রার্থীরা আতঙ্কিত হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে এসআইটির প্রায় সারা দিনব্যাপী জেরা, গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ফের একবার মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই দুর্নীতির তদন্তে নিযোজিত পুলিশ নিজেদের কাজ করছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো কাজ নেই। তবে বর্তমান এপিএসসি সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত এবং স্বচ্ছ। ফলে এক্ষেত্রে কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে অতিরিক্ত জল ঘোলা করলে বর্তমানের প্রার্থীদের মনে নানা ধরনের আশঙ্কার সৃষ্টি হতে পারে। সংবাদ মাধ্যমকে এক্ষেত্রে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিশন দাখিল করা প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা অনুযায়ী অনিয়ম করে চাকরি নেওয়া ২ জনকে এসিএস অফিসারকে তলব করে এনে সারা দিনব্যাপী জেরা করেছে এসআইটি। এক্ষেত্রে হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রা গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাক্তন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিশন রাজ্য সরকারকে জমা দেওয়া দুটি প্রতিবেদন অনুসারে অনিয়ম ভাবে নিযুক্তি প্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ছয় সদস্যের এসআইটি গঠন করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। এবার এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটি হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত সিআইডি কার্যালয়ে প্রায় সারা দিনব্যাপী জেরা করেছে। দুজনের এসআইটির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পূর্ণ একদিন এবং রাতের কার্যসূচি নিয়ে মাজুলি সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিশের এবং পুলিশ নিজেদের কাজ সঠিকভাবে করছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর করনীয় কিছু নেই। তবে বর্তমান এই সরকারের আমলে এপিএসসি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং দুর্নীতি মুক্ত। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের বর্তমানের এপিএসসি নিযুক্তি সংক্রান্তে কোনো আগ্রহ নেই। বর্তমান কিভাবে নিযুক্তি প্রক্রিয়া ব্যবস্থা রয়েছে সেটার প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে না। সংবাদ মাধ্যম শুধুমাত্র এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে খবর নিতে ব্যস্ত। এবার এই কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণ ৩৭ জনই গ্রেপ্তার হয়ে যায় তাহলে সংবাদ এর জন্য এটা টিআরপি যুক্ত এক বড় খবর বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে অযথা জল ঘোলা করে কি লাভ হবে। কারণ বর্তমান দুর্নীতি মুক্ত এপিএসসি পরীক্ষায় নতুন করে বহু ছাত্রছাত্রী অবতীর্ণ হয়েছেন। এভাবে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে অনবরতভাবে খবর প্রচারিত হলে একদিকে ছাত্রছাত্রীরা আশঙ্কায় ভুগবে অন্যদিকে একাংশ ছাত্র সহজ উপায় খুঁজে বের করার স্বার্থে দালালের জালে পড়বে। এবার এই দালালরা কোনো ধরনের কাজ করে দিতে না পারলেও মুখ্যমন্ত্রী নামে সংবাদমাধ্যমের নামে দালালি করে টাকা লুণ্ঠন করবে। বর্তমান এপিএসসি যে দুর্নীতি মুক্ত সেটা খতিয়ে দেখে পরীক্ষার পর প্রার্থীদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ফলে এর মাধ্যমে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে সংবাদ মাধ্যমকে সংযত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রাক্তন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা অনুসারে ২০১৩-১৪ সালের ৩৭ জন অফিসারের মধ্যে ২৫ জনকে এসআইটি তলব করেছে। প্রতিজনকে পর্যায়ক্রমে জেরা করার প্রস্তুতি নিয়েছে এসআইটি। অন্যদিকে সম্প্রতি এই তালিকায় নাম থাকা তথা যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রাক্তন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা বলেছেন তিনি তার কাজ করে দিয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট করে প্রতিবেদন আকারে সরকারের হাতে জমা করে দিয়েছেন। তার কাজ শেষ। এবার সরকারকে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

যে বিধায়ক নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের তহবিলের অর্থ সচিবালয় থেকে বের করে আনতে না পারে সেই বিধায়কের টিকেট পাওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মাজুলী এবং যোরহাটের নিমাতি ঘাট সংযোগী সেতু নির্মাণের কাজে ১০০ সন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্প্রতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া খবর অনুযায়ী একাংশ বিধায়ক নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সরকার থেকে আদায় করতে পারছেন না। তবে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি প্রতিক্রিয়া দেবেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন যে বিধায়ক নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের তহবিলের অর্থ সচিবালয় থেকে বের করে আনতে না পারে সেই বিধায়কের পরবর্তী নির্বাচনে টিকেট পাওয়া উচিত নয়। মাজুলী এবং যোরহাটের নিমাতি ঘাট সংযোগী সেতু নির্মাণের কাজ সন্তোষ জনক ভাবে এগোচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি ১০০ সন্তুষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য কার্যসূচি নিয়ে বর্তমান মাজুলি সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি সেখানে মাজুলী এবং যোরহাটের নিমাতি ঘাট সংযোগী সেতু নির্মাণের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন। তাছাড়া লক্ষিমপুর থেকে মাজুলী পর্যন্ত নির্মাণ অব্যাহত থাকা অন্য এক সেতুও পরিদর্শন করেছেন তিনি। এরপর সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন মাজুলী এবং যোরহাটের নিমাতি ঘাট সংযোগী সেতু নির্মাণের কাজ ২০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে আগামী বর্ষাকালের আগে সেতু নির্মাণে কাজ ৩৫ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন প্রাথমিকভাবে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার সময় কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে পূর্ণ গতিতে কাজ চলছে। গতবার এই সেতু নির্মাণ পরিদর্শন করতে এসে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে এবার তিনি ১০০ শতাংশ সন্তুষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন একাংশ নেতিবাচক চিন্তাধারার ফলে যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। প্রথমে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সেতু নির্মাণের কাজ ধীরগতিতে চলছে। অথচ এই কথাগুলো বলা ব্যক্তিদের প্রযুক্তির বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। এমনিতেই মনে করা কিছু কথা বলে সেটা ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে ঠিকাদারের উপরে চাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেতু নির্মাণের সময় হুলুস্থুল করে কাজ করলে চলবে না। কারণ নির্মাণ হয় সেতু ভেঙ্গে পড়ার বহু নজির ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তাধারা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই সেতু নির্মাণের কাজ ২০২৬ সালের সম্পূর্ণ হবে বলে তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন। তবে সেটা সমাপ্ত হতে ২০২৬ এর একটু বেশি সময় লাগতে পারে আবার ২০২৫ সালের সেটা সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে। এবার তিনি যদি ২০২৬ এর কথা উল্লেখ করেন তাহলে একাংশ ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেটা ২০২৬ এর সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র রচনা করবে। প্রত্যেকের মনের ইচ্ছা হচ্ছে সেতুটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া। ফলে সঠিক সময়ে খুব ভালোভাবে এই সেতু নির্মাণে কাজ সম্পূর্ণ হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে বিধায়কদের উন্নয়ন তহবিলের অর্থ না পাওয়া সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তিনি হাসিমুখে বলেন বিধায়কদের উন্নয়ন তহবিলের এক কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা কি রয়েছে। মাঝেমধ্যে ১০০ কোটি টাকা, ২০০ কোটি টাকা বিধায়কদের দেওয়া হচ্ছে। বিধায়করা উন্নয়নের তহবিলের টাকা পাচ্ছেন না এর উত্তর মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন যে বিধায়ক নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বের করে আনতে না পারে সেই বিধায়কের পরবর্তী নির্বাচনে টিকিট পাওয়া উচিত নয়। যে বিধায়ক বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের তহবিলের অর্থ দিশপুর সচিবালয়ে গিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় সেটা বের করে আনতে না পেরে সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশ্ন করিয়ে সেই অর্থ বের করে আনার প্রচেষ্টা করেন সেই ব্যক্তি বিধায়ক হওয়ার যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিশের তার নয়। শুধু এইসব করে পাঁচ বছর কাটাবেন সেটা ভেবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হননি। তার বহু কাজ রয়েছে। ১ লক্ষ বেকার যুবকযুবতীদের চাকরি দিতে হবে, ২ লক্ষ যুবককে ঋণ দিতে হবে, মহিলার মাইক্রো ফাইনান্স এর ঋণ রেহাই করে দিতে হবে। ফলে তার কাজের তালিকা অনেক বড়। অন্যদিকে পাঁচ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে বিজেপি অত্যন্ত ভালোভাবে জয়লাভ করবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। মূলত এবার উন্নয়ন ইস্যুকে সামনে রেখেই যেহেতু বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ফলে নির্বাচনে বিজেপির প্রদর্শন খুব ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বিপাসনা পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকশিক্ষিকাদের ১২ দিনের ছুটি মঞ্জুর করার কথা ঘোষণা শিক্ষা বিভাগের

১০ দিনের এই ধ্যান তথা মেডিটেশন পাঠক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়াও যাতায়াত করার জন্য ২ দিনের ছুটি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের শিক্ষকশিক্ষিকাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। শিক্ষকশিক্ষিকাদের জন্য মোট ১২ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ। তবে এই ছুটি নিয়ে বাড়িতে সময় কাটানো কিংবা বেড়াতে যাবার জন্য দেওয়া হচ্ছে না। মূলত মহানগরের চন্দ্রপুরে অনুষ্ঠেয় ধ্যান তথা মেডিটেশন বিপাসনা পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকশিক্ষিকাদের এই ছুটি মঞ্জুর করা হচ্ছে। ১০ দিনের এই ধ্যান তথা মেডিটেশন পাঠক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়াও যাতায়াত করার জন্য ২ দিন মোট ১২ দিনের ছুটি দেবে শিক্ষা বিভাগ। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের সচিবের তরফে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের চন্দ্রপুরে অসম বিপাসনা ট্রাস্ট এর অধীনে ধ্যান তথা মেডিটেশন সংক্রান্ত বিপাসনা পাঠ্যক্রম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। দুই পর্যায়ে এই পাঠক্রম আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে চলিত বছরের ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাঠক্রম ২০২৪ সালের ৪ জানুয়ারি সমাপন ঘটবে। এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শিক্ষকশিক্ষিকাদের এর জন্য কোনো ধরনের আসল দিতে হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসিক আত্ম তুষ্টির জন্য ধ্যান তথা মেডিটেশন সংক্রান্ত বিপাসনা পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রতি জন শিক্ষকশিক্ষিকা।

তবে এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের এক্ষেত্রে আগের থেকেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সমগ্র শিক্ষা মিশন সহ প্রাথমিক মাধ্যমিক স্তরের প্রতিজন সরকারি শিক্ষকশিক্ষিকা এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার শিক্ষকশিক্ষিকারাও চাইলে এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এর জন্য তাদের আলাদা ভাবে আবেদন করতে হবে। ১০ দিনের এই বিপাসনা পাঠক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে আসাযাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ভাবে দুইদিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সংক্রান্তে মোট ১২ দিনের ছুটি পেতে চলেছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। তবে এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ করাটি বাধ্যবাধকতা নয়। কারো যদি ইচ্ছা হয় তাহলেই তিনি যেতে পারবেন। ধ্যান তথা মেডিটেশনের প্রতি আগ্রহ থাকা শিক্ষকশিক্ষিকারা এক্ষেত্রে সর্বাধিক উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

খারাপ রাস্তা মেরামত করার থাকলেও আমাদের কিছু করণীয় নেই ঃ সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদাঃ মালদার বামনগোলা ব্লকে গোবিন্দপুর মহেশপুর অঞ্চলের,মালডাঙ্গা গ্রামে এলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। খাটিয়া করে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই নিয়ে ভাইরাল ভিডিও ছরিয়েছে।এই বিষয় নিয়ে,,খাটিয়ায় যুবতীর মৃত্যু নিয়ে রাজ্য সরকারকেই দায়ী করে একরাশ বিক্ষোভ উগরে দিলেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। আজ ওই এলাকায় গিয়ে মৃত ওই যুবতী মামনি রায়ের পরিবারের সাথে দেখা করেন সাংসদ এবং স্থানীয় বিধায়ক জুয়েল মুর্মু। গ্রামবাসীদের নিয়ে এলাকা জুড়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সাংসদ। বিজেপি সাংসদ অভিযোগ করেন, এই এলাকার সাংসদ এম এল এ থাকলেও আমাদের কিছু করণীয় নেই আমরা প্রস্তাব বারবার পাঠিয়েছিলাম রাস্তার জন্য। কিন্তু রাজ্য সরকার রাস্তা না করলে আমাদের কি করণীয় আছে।উল্লেখ্য রাস্তা খারাপের জন্য খাটিয়ায় করে এক রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই এলাকায়। তার ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরই নিন্দার ঝড় উঠেছিল রাজ্য জুড়ে।

'যারা তৃণমূল কর্মীদের গায়ে হাত দেবে তাদের বাড়ি থেকে বের করে পেটানো হবে' :উদয়ন গুহ

কোচবিহার ঃ যারা তৃণমূল কর্মীদের গায়ে হাত দেবে তাদের বাড়ি থেকে বের করে পেটানো হবে। ভেটাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল শেষে এমনই মন্তব্য করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। একজন মন্ত্রী হয়ে আইন হাতে নেওয়ার এই ঘোষণা কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিনহাটার ভেটাগুড়ি এলাকায় উদয়ন গুহের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিলে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করা না গেলেও সেই মিছিলে ছিল বহিরাগত তৃণমূল কর্মীরা।উদয়ন গুহের দাবি ভেটাগুড়ি এলাকায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আতঙ্কে তৃণমূল কর্মী নয় সাধারণ মানুষও ঘর থেকে বেরোনোর সাহস পায় না। মিছিল শেষে তিনি বলেন, আজকের মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের যে সমস্ত দলীয় কর্মীরা হেঁটেছে তাদের গায়ে যদি একটা আচরও পরে তাহলে যারা দলীয় কর্মীদের গায়ে হাত দেবে তাদের বাড়ি থেকে বের করে এনে পেটানো হবে। মন্ত্রীর মুখে এই ধরনের বক্তব্যের ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হবে বলে দাবি বিরোধীদের।

উত্তরাখন্ডে সুড়ঙ্গের কাজে গিয়ে ধ্বসে আটকে তুফানগঞ্জের মানিক তালুকদার

কোচবিহার ঃ উত্তরাখণ্ডের উত্তর কাশি এলাকায় সুড়ঙ্গের কাজে গিয়ে ধ্বসে আটকে তুফানগঞ্জের মানিক তালুকদার। টিভিতে খবর মারফত জানতে পেরে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের সদস্যদের।অভাবের সংসার,পরিবারের সদস্যদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে উত্তরাখণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকাডোরা গেরগেন্দার পার এলাকার মানিক তালুকদার (৫০)।খবর শোনার পর থেকে স্বামীর ছবি বুকে নিয়ে কেঁদে চলেছেন মানিক বাবুর স্ত্রী সোমা তালুকদার। জানাযায় প্রায় ৬ মাস হলো মানিক বাবু উত্তরাখন্ডের উত্তর কাশি এলাকায় সুড়ঙ্গে হায়দ্রাবাদের এক কোম্পানির হয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে যায়। সেই সুড়ঙ্গে ধ্বস নামে। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৪১ জন শ্রমিক আটকে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে বাংলার রয়েছে ৩ জন। ৩ জনের মধ্যে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বলরামপুরের মানিক তালুকদার রয়েছেন।পরিবারের তরফ থেকে জানা যায় গত শনিবার শেষ বার কথা হয় পরিবারের সাথে।পরে টিভিতে খবর দেখতে পান যে বাংলার ৩ জন শ্রমিক সেই সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছে।এর পর মানিক বাবুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে পরিবারের লোকজন কিন্তু মোবাইল বন্ধ থাকায় কোনও যোগাযোগ করতে পারছেন না। এমন কি কোনও খবর কেউ দিতে পারছেন না।কোম্পানির তরফ থেকেও তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। মানিক বাবুর স্ত্রী সোমা তালুকদারের কাতর আবেদন একটু যাতে কথা বলা যায়। কিন্তু কোনও ভাবে কেউ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। পরিবারের একমাত্র রোজগারে ব্যাক্তির খবর না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। এ বিষয়ে মানিক তালুকদারের ছেলে মনি তালুকদার জানান কোম্পানির তরফ থেকে কোনও সেফটি পাইপ রাখা হয় নি, আগে থাকলেও বর্তমানে সেটা খুলে ফেলা হয়েছে। সেফটি পাইপ না থাকায় এমনটা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

বন্ধু চল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি উৎসব

শিলিগুড়ি ঃ বন্ধু চল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আযোজিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি উৎসব। আগামী ২০ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ি ভারত নগর তরুন তীর্থ ক্লাব প্রাঙ্গনে এই উৎসব আযোজিত হতে চলেছে।সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানান আযোজক সংস্থার সদস্যরা। এই উৎসবে থাকছে নানা সামাজিক কর্মসূচি। সকালে শোভাযাত্রা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করা হবে,পরবর্তীতে আযোজিত হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সারাদিনব্যাপী চলবে নানা সামাজিক অনুষ্ঠান তার মধ্যে বিশেষভাবে সক্ষমদের ট্রাই সাইকেল,হুইল চেয়ার সহ নানান সামগ্রী বিতরণ করা হবে। অন্যদিকে দুস্থদের প্রযোজনীয় সামগ্রী শীতের পোশাক বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যায় আযোজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অদিতি চক্রবর্তী।

জলপাইগুড়ির ড্রিল শেড, পুলিশ লাইনে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের আয়োজন

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির ড্রিল শেড, পুলিশ লাইনে হেলথ অ্যান্ড হ্যাপিনেস গ্রু রাজযোগ মেডিটেশন শীর্ষক একটি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের আযোজন করা হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সহযোগিতায় ব্রহ্মাকুমারী, জলপাইগুড়ি এই অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার খন্ডবাহলে উমেশ গনপত, রাজস্থানের মাউন্ট আবু থেকে আগত ব্রহ্মাকুমার অধ্যাপক ই.ভি. স্বামীনাথন এবং ব্রহ্মা কুমারী, জলপাইগুড়ির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, ডিএসপি ক্রাইম জলপাইগুড়ি, এবং ডিএসপি ট্রাফিক জলপাইগুড়ি। বি,কে প্রফেসর ই ভি স্বামীনাথন সমবেত পুলিশ কর্মীদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ দেন। অনুষ্ঠানটি পুলিশ কর্মীদের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছে এবং তাদের রাজযোগ ধ্যান কৌশলের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসপি জলপাইগুড়ির ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং ব্রহ্মা কুমারী সংস্থার পক্ষ থেকে অতিথিদের স্মারক প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সংসার চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন গৃহবধুর বিডিও সৌমেন মন্ডল সরকারি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সহযোগিতা করেন

মালদা ঃ স্বামী ভিন রাজ্যে থাকায় সংসার চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের গৃহবধূ। অর্ধাহারে থেকে ১৮ দিনের নিজের পুত্র সন্তানকে এলাকার ব্যবসায়ী দম্পতির কাছে দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছিল ওই গৃহবধূর বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সন্তানটি উদ্ধার করে গৃহবধুর কাছেই ফিরিয়ে দেন। আর তারপরেই সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসন ওই গৃহবধূর পাশে দাঁড়ালো । সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল এদিন সরকারি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ওই গৃহবধুর বাড়িতে যান। তাকে সব রকম সহযোগিতা করেন। উল্লেখ্য, মালদার চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মী দাস। স্বামী ভিন রাজ্যে কর্মরত। ঠিক ভাবে টাকা পাঠাতে পারে না ওই গৃহবধূর স্বামী বলে অভিযোগ। ওই গৃহবধূর এক বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। চলতি বছর ১ নভেম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আরেকটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় লক্ষীদেবী। কিন্তু বাড়িতে এতটাই টাকার অভাব যে সদ্যোজাতের প্রযোজনীয় কোন খাবার বা সামগ্রী কেনার ক্ষমতা নেই লক্ষীদেবীর। গৃহবধূ লক্ষ্মী দাস জানিয়েছেন, স্থানীয় বিনোদ আগরওয়ালা নামে এক ব্যবসায়ীর কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু কোনো পুত্র সন্তান নেই। লক্ষ্মীর সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তাই অভাবী লক্ষীদেবী দেড় লক্ষ টাকার বিনিময় তার সদ্যজাতকে তুলে দেন বিনোদ আগরওয়ালার কাছে। কিন্তু সেই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এদিন ওই গৃহবধূর বাড়িতে যান হরিশ্চন্দ্রপুর এক ব্লকের ভিডিও সৌমেন মন্ডল। তিনি অসহায় ওই গৃহবধূকে পোশাক, খাদ্যসামগ্রী তুলে । এছাড়াও মাসে মাসে চাল এবং অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পরিবারটির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও। তিনি বলেন, চাচল মহকুমা প্রশাসনের নির্দেশে এদিন ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিত্য প্রযোজনেও সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। পরিবারটির সমস্যার কথা শুনেছি। তাদের আর্থিক সাহায্য এবং মাসে মাসে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তারা সরকারি ঘর পেয়েছে কি না, তাও খোঁজ নিয়ে দেখতে হচ্ছে।

পরিবারের সদস্যরা সবাই গিয়েছিল ছট পুজোর ঘাটে ওই সুযোগে ঘর ফাঁকা পেয়ে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল চোর

আলিপুরদুয়ারঃ পরিবারের সদস্যরা সবাই গিয়েছিল ছট পুজোর ঘাটে এই সুযোগে চোর ঘর ফাঁকা পেয়ে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভুটান সীমান্তবর্তী শহড় জয়গাঁ ভগৎসিং নগড় এলাকায় । এলাকার বাসিন্দা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সন্তোষ কুমার এদিন ভোর সকালে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ছট ঘাটে যায় ঐ সময় ঘরে কেউ ছিলনা । এদিষ সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ঘরে ফিরে দেখে দরজার তালা ভাঙ্গা ঘরের আলমারি লকার ভাঙ্গা চোর ঘরে প্রবেশ করে নগদ এক লক্ষ টাকা ও সোনা গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনাস্থলে জয়গাঁ থানার পুলিশ পৌছে তদন্ত শুরু করেছে।

মাদারিহাট এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালো বুনো হাতি

আলিপুরদুয়ারঃ সাতসকালে মাদারিহাট এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালো বুনো হাতি । সোমবার সাত সকালে মাদারিহাটের মেঘনাৎ সাহা নগড় এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায় বুনো দাঁতাল হাতি । এদিন জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বুনো হাতি লোকালয়ে প্রবেশ করে । বুনো দাঁতাল হাতি মেঘনাৎ সাহা নগড় এলাকায় তাণ্ডব চালায় এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দার জমির ফসল নষ্ট করে। পরবর্তীতে হাতি নিজেই জঙ্গলে প্রবেশ করে।

বহিরাগত কাউকেই এখন গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ঃ পুলিস

জয়নগরের দলুয়াখাকিতে যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হল অম্বিকেশ মহাপাত্র সহ কয়েকজনকে। সোমবার আমরা আক্রান্ত সংগঠনের তরফে অম্বিকেশ সহ সাত জনের একটি প্রতিনিধি দল গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে। তবে মনসাতলার কাছে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, বহিরাগত কাউকেই এখন গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

রোনালদোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা

ফ্লোরিডা ঃ বিতর্কিত ডিজিটাল মুদ্রা (ক্রিপ্টোকারেন্সি) বিনান্সের প্রচারণার দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ২৭ নভেম্বর ফ্লোরিডার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ভুক্তভোগীদের পক্ষে তিনজন বাদী এই মামলার আবেদন করেন। বাদীদের দাবি, বিনান্সে বিনিয়োগ করে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আর তাঁদের বিনিয়োগের পেছনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই ক্রিপ্টোর পক্ষে রোনালদোর প্রচারণা। ক্রিপ্টোবিষয়ক সংবাদমাধ্যম কয়েন টেলিগ্রাফকে উদ্ধৃত করে গোলডটকম জানিয়েছে, পর্তুগিজ তারকার বিরুদ্ধে মামলার বাদী হয়েছেন মিখায়েল সিজমোর, মিকি ভোংদারা এবং গর্ডন লুইস। তাঁরা সবাই বিনান্সে বিনোয়াগ করে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। ২০২২ সালের মাঝামাঝি রোনালদো তাঁর নিজস্ব এনএফটির (নন ফাঞ্জিবল টোকেনস বা একধরনের ডিজিটাল সম্পত্তি) প্রচারণা চালাতে বিনান্সের সঙ্গে চুক্তি করেন। মামলার আবেদনকারীদের দাবি, বিনান্সের অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো সিকিউরিটিজের বিক্রি সম্পর্কে রোনালদো জানতেন অথবা তাঁর জানানো উচিত ছিল। কারণ, বিনিয়োগে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৮৫ কোটির মতো অনুসারীও আছে। কিন্তু বাইরে থেকে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকার পরও রোনালদো তাঁর অনুসারীদের বিনান্সসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচারণায় তারকাদের পেমেন্ট গ্রহণের তথ্য প্রকাশের জন্য সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল, সেটিও তিনি মানেননি।

বাংলাদেশ স্পিনাররা ‘অনেক শিক্ষা’ দিয়েছেন উইলিয়ামসনদের

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ স্পিনারদের দারুণ প্রশংসা করে কেইন উইলিয়ামসন বলেছেন, তাঁরা সিলেটের মতো কন্ডিশনে খেলতে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদের। সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে প্রথম ইনিংসে ৪৪ রানে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের এখন পর্যন্ত ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক ছিলেন দারুণ এক শতক করা উইলিয়ামসনই। গতকাল উইকেট বেশ ব্যাটিংসহায়ক থাকলেও আজ বাংলাদেশি স্পিনাররা জীবন কঠিন করে তুলেছিলেন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের। তবে পিচের এমন পরিবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল বলে মনে করেন টানা চারটি টেস্টে শতক করা উইলিয়ামসন, ‘পিচ কিছুটা বদলেছে। আমরা সেটি প্রত্যাশা করছিলাম। আমাদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ে মানিয়ে নিতে হবে। (আগামীকাল) সকালে কাজ বাকি, এরপর বল হাতে পাব।’ তিনজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাঈম হাসানের সঙ্গে আজ মুমিনুল হককেও বোলিংয়ে আনেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। গ্লেন ফিলিপসকে ফিরিয়ে উইলিয়ামসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি ভাঙেন মুমিনুলই। বাংলাদেশের স্পিনারদের প্রসঙ্গে উইলিয়ামসন বলেছেন, ‘তারা এমন কন্ডিশনের সঙ্গে খুবই পরিচিত। তারা খুবই নিখুঁত। সবারই ধরন আলাদা। তারা আজ অসাধারণ ছিল। অনেক হুমকি তৈরি করেছে। বিশ্বের এ প্রান্তে কীভাবে খেলতে হয়, সে ব্যাপারে অনেক শিক্ষা দিয়েছে।’ নিউজিল্যান্ডের অন্য কোনো ব্যাটসম্যান আজ ৪২ রানই করতে পারেননি। তবে ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া উইলিয়ামসন ২০৫ বল খেলে করেন ১০৪ রান। এই পিচ কেমন, সেখানে কীভাবেইবা খেলা দরকার, সে প্রসঙ্গে উইলিয়ামসন বলেন, ‘এটা এমন একটা পিচ, যেখানে ঠিক ছন্দটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। আপনি ভালো কিছু বলও পাবেন। আমার মনে হয় প্রয়োগটা ভালো ছিল। আরও কয়েকটা রান করতে পারলে দারুণ হতো।’ দিন শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলেও উইলিয়ামসনের আশা আরও কয়েকটি রানের, ‘কঠিন এক দিন ছিল। ব্যাটাররা নিজেদের মেলে ধরতে চেয়েছে। কয়েকটি জুটি গড়ার চেষ্টা করেছে। ২টি উইকেট বাকি আছে, আরও কয়েকটি রান করতে পারলে ভালো হবে, এরপর বোলিংয়ের সুযোগ পাব। পিচ ভাঙার ইঙ্গিত দিচ্ছে অনেক। আগামী কয়েক দিনে আরও ভাঙবে মনে হচ্ছে।’ উইলিয়ামসন আরও বলেন, ‘প্রতিটি সেশনই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটিংয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, প্রতিটি রানের মূল্য আছে। এরপর আমাদের নজরটা বদলাব। উইকেট দ্রুত ভাঙছে, ফলে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আমাদের।’

পাকিস্তান ক্রিকেটে ফেরাতে আমির-ইমাদকে ফোন করেছিলেন হাফিজ

লাহৌর ঃ মোহাম্মদ আমির পাকিস্তান ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন সেই ২০২০ সালে আর অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম এই কদিন আগে। বিশ্বকাপব্যর্থতায় পাকিস্তান ক্রিকেটে ব্যাপক রদবদলের পর আমিরের ক্রিকেটে ফেরার একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল।

অন্যদিকে ওয়ানডে দলে ইমাদের ফেরার কথাও শোনা গেছে। তবে এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই ইমাদ অবসরের ঘোষণা দেন। এই দুই ক্রিকেটারের অবসর নিয়ে কথা বলেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নতুন পরিচালক মোহাম্মদ হাফিজ, যিনি আবার অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রধান কোচের দায়িত্বও সামলাবেন। তাঁর দাবি, আমিরের সঙ্গে অবসর নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। আর দলে ফেরাতে চেয়েছেন ইমাদকেও।

আমিরকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে একটা শর্ত দিয়েছিলেন হাফিজ। খুবই সহজ শর্ত, আমিরকে ভালো করতে হবে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে। অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে হাফিজ বলেছেন, ‘আমি নিজে মোহাম্মদ আমিরকে ফোন করেছি। আমিরকে বলেছি, তোমার অবসর ভেঙে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা উচিত। যদি ভালো পারফর্ম করো, পাকিস্তান দলে সুযোগ পাবে। যখন পাকিস্তান দলে আসবে, আমি নিশ্চিত করছি, অন্যদের মতো তুমিও সমান সুযোগ পাবে। যদিও আমির বলেছে, বিষয়টি নিয়ে ও আর ভাবছে না, ওর জীবনের গুরুত্ব পরিবর্তন হয়ে গেছে, যেটাকে আমাদের সম্মান করতে হবে।’ ইমাদের সঙ্গে হাফিজের কথা হয়েছে অবসর ঘোষণার আগে। ইমাদ প্রসঙ্গে হাফিজ বলেছেন, ‘ইমাদ ওয়াসিমকে ফোন করেছি। ওকে বলেছি, আমার পাকিস্তান দলের পরিকল্পনায় ও আছে, ওর পাকিস্তান ক্রিকেটের সেবা করা উচিত। জানতে চেয়েছি পাকিস্তানের হয়ে খেলার জন্য ইমাদ প্রস্তুত কি না। ইমাদ বলেছিল, ও এই বিষয়ে ভেবে আমাকে জানবে। দুই দিন পর ইমাদ জানিয়েছে নিউজিল্যান্ড সিরিজে ওকে পাওয়া যাবে না। এর দুই দিন পর ইমাদ তো অবসরের ঘোষণাই দিয়ে দিল।’

আমির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছেন। ৩১ বছর বয়সী এই পেসারের বেশির ভাগ লিগেই চাহিদা আছে। অলরাউন্ডার ইমাদও ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেটে নিয়মিত মুখ। অবসর ঘোষণার সময়েও ‘আন্তর্জাতিক মঞ্চের’ বাইরের ক্যারিয়ারে নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। আমিরের অবসর নেওয়ার কারণটা সবারই জানা। ৩ বছর আগে তখনকার বোর্ড ও কোচিং স্টাফ সদস্যদের দ্বারা ‘মানসিক অত্যাচারে’র অভিযোগ এনে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন আমির যদিও ইমাদের ক্ষেত্রে কারণটা স্পষ্ট নয়। পাকিস্তানের হয়ে ৬১ ওয়ানডে, ৫০ টিটোয়েন্টি আর ৩৬ টেস্ট মিলিয়ে মোট ২৫৯ উইকেট নিয়েছেন আমির। অন্যদিকে ২০১৫ সালে অভিষেক হওয়া ইমাদ ওয়ানডে ও টিটোয়েন্টি মিলিয়ে পাকিস্তানের হয়ে ১২১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ৫৫ ওয়ানডের ক্যারিয়ারে তাঁর উইকেট ৪৪টি, পাশাপাশি ৪২.৮৬ গড়ে ৯৮৬ রানও আছে তাঁর। টিটোয়েন্টি ক্রিকেট ইমাদ ৬৬টি টিটোয়েন্টিতে ৬৫টি উইকেট নেওয়ার সঙ্গে করেছেন ৪৮৬ রান। আমির ও ইমাদ ভারত বিশ্বকাপ চলার সময়ে না খেলেও বেশ আলোচনাতে ছিলেন। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানকে দলকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন এই দুজন। বিশেষ করে তখনকার অধিনায়ক বাবর আজমকে।

২০২৪ সালে নারীদের খেলাধুলায় আয় ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে

লন্ডন ঃ বিশ্বব্যাপী নারীদের খেলাধুলা থেকে আসা রাজস্ব ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে জানিয়েছে আর্থিক খাতের পেশাদার প্রতিষ্ঠান ডেলয়েট। নারীদের খেলাধুলা অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠাকে এর কারণ বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি। গত জুলাই-আগস্টে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় সফলতার সঙ্গে আয়োজিত হয়েছে নারীদের ফুটবল বিশ্বকাপ। ২০২৪ সালে ১২৮ কোটি ডলার রাজস্ব আয়ের যে আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে, তার মধ্যে ফুটবল থেকে ৫৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার রাজস্ব আয়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে নারীদের খেলাধুলায় মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশের বেশি আসছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে। যদিও মেয়েদের ফুটবলের বেশি প্রচার ও প্রসার হচ্ছে ইউরোপে। ডেলয়েট আশা করছে, নারীদের খেলাধুলায় দল ও লিগগুলোর মূল্য আরও বাড়বে। আগামী বছর বেশ কিছু দলের মূল্য ১০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে।

ডেলয়েট স্পোর্টস বিজনেস গ্রুপের অনুসন্ধানী বিভাগের প্রধান জেনিফার হাসকেল বলেন, ‘গত কয়েক বছরে আমরা লক্ষ করেছি নারীদের খেলাধুলা বিশ্বব্যাপী আরও বেড়েছে। তাতে বাণিজ্যিক মূল্যও বেড়েছে এবং যে কারণে এই খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা।’ হাসকেল এরপর যোগ করেন, ‘ভক্ত ও বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হয়ে ওঠায় ক্লাব ও লিগগুলো সামনে এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগ পাচ্ছে। এর মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তিও রয়েছে।’ নারীদের খেলাধুলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় প্রত্যাশা করা হচ্ছে সম্প্রচারের প্রাইমটাইম এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোয় তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন। তাঁদের খেলাধুলা থেকে আয় করা মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশের বেশি অর্থ আসে বাণিজ্যিক খাত থেকে। তবে বড় অঙ্কের সম্প্রচার চুক্তি এবং ম্যাচের দিন দর্শকের সংখ্যা বাড়ায় বাণিজ্যিক খাত থেকে আয়ের হার তুলনামূলক কমেছে।

পাহাড়ের সুড়ঙ্গ থেকে ১৭দিন পর জীবিত উদ্ধার ৪১জন শ্রমিক

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের একটি নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ ধসে পড়ে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারা গত ১৭ দিন ধরে সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকিয়ে ছিলেন।

সুড়ঙ্গের ভেতরে জমে থাকা ধসের শেষ অংশটি হাতে কাটা হয়। তার আগে শ্রমিকদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা বারে বারে বাধা পেয়েছে। শেষমেশ মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত আটটা নাগাদ প্রথম শ্রমিককে বার করে নিয়ে আসা হয়, আর বাকি সবাইকে বার করতে ঘন্টাখানেকেরও কম সময় লাগে। প্রত্যেক শ্রমিককে ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

এর আগে ধারণা করা হচ্ছিল যে মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যেই সবাইকে উদ্ধার করা যাবে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী ভারতীয় সময় বেলা দুটোর সময়ে তার এক্স (আগেকার টুইটার) হ্যান্ডেলে লেখেন যে ধসে পড়া মাটিপাথরের ভেতর দিয়ে পাইপ গুঁজে দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।

কিন্তু তার ঘণ্টা দুয়েক পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ সম্মেলনে জানান যে তখনও শেষ দুই মিটার গর্ত খোঁড়া বাকি আছে।

সেই কাজ শেষ করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ উদ্ধারকারীদের দলটি সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করেন আর আধঘণ্টার মধ্যে প্রথম শ্রমিককে বার করে নিয়ে আসা হয়। সবাইকে উদ্ধার করতে ঘন্টাখানেকেরও কম সময় লাগে।

প্রত্যেক শ্রমিককে পৃথক অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে হাসপাতালের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেওয়ার পরে সুড়ঙ্গ মুখেই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মি. ধামী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং। তারা জানিয়েছেন ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনীর অধীন বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন যেমন নেমেছিল, তেমনই আন্তর্জাতিক মাইক্রো টানেলিং বিশেষজ্ঞ ক্রিস কুপারকেও নিয়ে আসা হয়েছিল। সুড়ঙ্গের ভেতরে ৯০০ মিলিমিটার একটি লোহার পাইপ গুঁজে দিয়ে তা দিয়েই বার করে আনা হয় আটকিয়ে পড়া শ্রমিকদের। এতদিন ধরে দুটি অন্য পাইপ দিয়ে শ্রমিকদের জন্য খাবার, পানীয় এবং অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছিল।

নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গটি 'চারধাম প্রকল্প'-এর অংশ, যা বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রীর হিন্দু তীর্থস্থানগুলিকে একই রাস্তা দিয়ে জুড়বে।

এটি একটি বিতর্কিত প্রকল্প এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই প্রকল্পটি আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে, যা ইতিমধ্যে ওখানে একটি বড় সমস্যা।

সুড়ঙ্গের ভেতরে পাইপ গুঁজে দেওয়ার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিল্কিয়ারার দিকে চূড়ান্ত তৎপরতা দেখা যায়। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিংসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা সুড়ঙ্গ মুখে অপেক্ষা করছিলেন। সার দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আর চিকিৎসকদের দলও অপেক্ষা করে ছিল।সুড়ঙ্গ মুখে গড়া হয়েছিল একটা অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রও। উদ্ধার হওয়া সব শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উদ্ধার করার পরে প্রত্যেককে পৃথক অ্যাম্বুলেন্সে করে ৩০ কিলোমিটার দূরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে দুটি হেলিকপ্টারে করে ঋষিকেশের এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল বুধবার, এমনটাই জানিয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সদস্য অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ আতা হাসনাইন।

গত ১৭ দিন ধরে সুড়ঙ্গমুখে অপেক্ষা করছিলেন শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা। তাদের কয়েকজনকে আনন্দে কেঁদে ফেলতে দেখা যায়।

বারে বারে উদ্ধার প্রচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হওয়ার পরে দুদিন আগে যন্ত্র দিয়ে গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা বন্ধ করে এমন কয়েকজন শ্রমিককে নিয়ে আসা হয়, যারা হাতে মাটি কেটে কয়লার খনিতে গর্ত খোঁড়ায় পারদর্শী। যন্ত্র দিয়ে ৪৭ মিটার পর্যন্ত কাটা হয়েছিল, বাকি দশ মিটার হাতে কাটা হয়।

উত্তরপূর্বাঞ্চলের মেঘালয়ে এধরণের কয়লা খনিগুলিকে 'র‍্যাট হোল' বা ইঁদুরের গর্ত বলা হয় আর এইসব খনিগুলির সবই বেআইনি।

সেরকমই ১১জন খনি শ্রমিককে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়, যারা সুড়ঙ্গের ভেতরে গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ করেন। সোমবার রাত পর্যন্ত ওই খনি শ্রমিকরা ধসের ভেতর দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ করে ফেলেছিলেন। মঙ্গলবার সকালে আন্তর্জাতিক সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ ক্রিস কুপার সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানান, ৫০ মিটার পর্যন্ত মাটি কাটার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মাত্র ৫-৬ মিটার গর্ত খোঁড়া বাকি আছে।

আটকিয়ে থাকা শ্রমিকদের বার করে আনার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে গত ১৭ দিন ধরে। প্রথমে চেষ্টা করা হচ্ছিল ভূমি ধসের ফলে সুড়ঙ্গের ভেতরে যে মাটিপাথর জমা হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরে ফের ধস নামে, তাই সেই পদ্ধতি বাতিল করা হয়। পরে মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে ধ্বংসাবশেষের ভেতরে গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা হয়। সেই যন্ত্রও খারাপ হয়ে যায়। তারপরে দিল্লি থেকে আরেকটি বড় মাটি কাটার যন্ত্র এনে ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসের একটা পাইপ গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। শুক্রবার রাতে সেই যন্ত্রও থমকিয়ে যায়।

তারপরে আরও একটি বড় মাটি কাটার যন্ত্র নিয়ে এসে সুড়ঙ্গের ভেতরে ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসের পাইপটি গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সুড়ঙ্গের ভেতরে কখনও সেই যন্ত্রটির ব্লেড ভেঙ্গে গিয়ে, আবার কখনও ধসে পড়া মাটিপাথরের মধ্যে থাকা লোহায় ব্লেড আটকিয়ে গিয়ে উদ্ধার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সোজাসুজি গর্ত খোঁড়ার প্রচেষ্টার সঙ্গেই পাহাড়ের ওপর থেকেও গর্ত খোঁড়া হচ্ছিল।

টুকরো খবর

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে শীলতাহানীর অভিযোগ উঠল এক পার্শ্ব শিক্ষকের বিরুদ্ধে, চরম উত্তেজনা স্কুলে

মালদা । ১৮ নভেম্বর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি অভিযোগে চরম উত্তেজনা মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এক প্রাথমিক স্কুলে। স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে স্কুলের এক পার্শ্ব শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্কুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।যদিও বিদ্যালয়ে আসেন নি অভিযুক্ত পার্শ্ব শিক্ষক।তবে অভিযুক্ত পার্শ্ব শিক্ষককে তার বাড়িত থেকে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।স্কুলের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে এদিন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এক স্কুলের মধ্যে অভিভাবকরা চরম বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিসবাহিনী। অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুলেরই এক শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেফতারের দাবিতেও সরব হন অভিভাবকরা।তবে অভিযুক্ত পার্শ্ব শিক্ষককে তার বাড়িত থেকে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।দাবি করা হচ্ছে, গতকাল চলতি মাসের ১৭ তারিখ এই ঘটনা ঘটেছিল। এখন এই ঘটনার সত্যতা আছে কিনা, নাকি অপপ্রচার তা নিয়েও ধন্দ রয়েছে। তবে স্কুলে গন্ডগোল ছড়াতেই স্কুলে আসে বিশাল পুলিসবাহিনী। অভিযুক্ত শিক্ষাকর্মীকে থানায় নিয়ে গিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত ধরে আসাম সীমানা সংলগ্ন কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে পুনরায় স্টপেজ ফিরল দুটি ট্রেনের

আলিপুরদুয়ার ঃ কোভিডের কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলে সারা দেশের রেল চলাচল। সে সময়ই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে আসাম মুখী ছেড়ে যাওয়া দুটি ট্রেনও বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কোভিড পরবর্তী সময়ে ট্রেন দুটি চালু হলেও বহু স্টপেজ তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে কুমারগ্রাম ব্লকের একমাত্র স্টেশন থেকে আসামে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে সমস্যায় পড়েন বহু মানুষ। তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদ কে ট্রেন দুটির স্টপেজ ফের কামাখ্যাগুড়ি তে চালু করার দাবি জানান। শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা সবুজ পতাকা নেড়ে পুনরায় সিফুঙ এক্সপ্রেস ও আলিপুরদুয়ার লামডিং এক্সপ্রেসের পুনরায় স্টোপেজ এর সূচনা করেন। এই স্টপেজ চলুর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ কুমার ওঁরাও, মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা, আলিপুরদুয়ারের ডি আর এম অমরজিৎ গৌতম সহ রেলকর্তারা। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেলের উন্নয়ন নিয়েও রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন তার ব্যক্তবে।

শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নর্মদা বাগান এলাকায় আয়োজিত হল ষষ্ঠতম ন্যাশনাল ন্যাচারোপ্যাথি দিবস

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নর্মদা বাগান এলাকায় আয়োজিত হল ষষ্ঠতম ন্যাশনাল ন্যাচারোপ্যাথি দিবস। উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা একাডেমী ও হসপিটাল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এই দিবস পালন করা হয়। রবিবার এই দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নমঃশুদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা একাডেমির কর্ণধার শিব হাজরা। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথির উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে ধারণা দেওয়া হয়।

বিড়লা প্লানেটরিয়াম এ ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি তে মাল্য দান

কলকাতার মহানগরী ফিরহাদ হাকিম ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি তে মাল্য দান করলেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন জানালেন আজ ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী ১০৭ তম বর্ষ। প্রতিবছর পালন করা হয়।

TMC র অভিনন্দন সভার আয়োজন

মালদাঃ রতুয়া ২ব্লকের মানিক ঝা ভবনে আজ সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। টি এম সির উদ্যোগে সম্বর্ধনা সভা পুনঃনির্বাচিত জেলা সভাপতি এবং জেলা প্রেসিডেন্ট কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া দুই ব্লকের টিএমসির ব্লক সভাপতি রকিবুল হক, সহসভাপতি সুব্রত কর্মকার, জেলা পরিষদ মেম্বার অর্পিতা উপাধ্যায় কুমার, শামসুল হক, মাসুদুর রহমান পুখুরিয়া অঞ্চলের প্রধান সেখ আতাউর, এছাড়াও পুখুরিয়া অঞ্চলের তরফ থেকে ৫০ জন টিএমসিতে যোগদান করেন।এছাড়াও পুখুরিয়া অঞ্চলের তরফ থেকে মেম্বারো প্রধান সমবর্ধনা জানান।

শিলিগুড়ি বিভাগের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ

শিলিগুড়ি ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিদর্শনে আসলেন রাজ্যসভা সংসদ অনন্ত মহারাজ (নগেন্দ্র নাথ রায়)। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বন্দরগছ কাঁটাতার বিহীন প্রায় আড়াই কিলোমিটার পরিদর্শন করেন তিনি ।এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন কি কি সমস্যা রয়েছে এই সীমান্তবর্তী এলাকায়।চোরাচালান থেকে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেগুলির বিষয়ে কথা বলেন তিনি। এদিন তার সাথে ছিলেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।তবে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিছু বলতে চাননি অনন্ত মহারাজ। তবে স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার চ্যাটার্জি জানান। যেহেতু বহু বছর থেকে আমাদের এই এলাকায় কাঁটাতার বিহীন অবস্থায় রয়েছে। সেসব সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে সংসদের কাছে। তবে এর আগে রাজ্যসভার কোন সাংসদ এই এলাকায় পরিদর্শনে এসেছিল কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরিদর্শনে এসেছিল কিনা সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। তিনি আশ্বাস দেন খুব তাড়াতাড়ি সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করা হবে

রথখোলা মাছের বাজারসহ মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ২২ নম্বর ওয়ার্ডে রথখোলা ফিশ মার্কেট সহ একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। সোমবার মাছ বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মেয়র গৌতম দেবসহ আধিকারিকরা। মেয়র গৌতম দেব বলেন, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এই মার্কেট তৈরির জন্য প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এই মাছের বাজারের মধ্যে ৬০টি স্টল, একটি মার্কেট অফিস ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হবে।

প্রতি মাসে কমছে রিজার্ভ, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও এখনো থামছে না রিজার্ভের ঘাটতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতি মাসেই রিজার্ভের পরিমাণ আগের মাসের তুলনায় কমছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ডলারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য না থাকার কারণে প্রতি মাসে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের মতো ঘাটতি থাকছে। বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, বাজারে ডলারের যে অভাব রয়েছে সেটা আংশিক পূরণ করার জন্য প্রতি মাসে একশ কোটি ডলার বাংলাদেশ ব্যাংক বিক্রি করছে। এভাবে বিক্রি চলতে থাকলে রিজার্ভ কমতেই থাকবে। আর এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, সেটা আসলে শূন্যের নিচে নামার সুযোগ নাই! বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ নভেম্বরে মোট রিজার্ভের পরিমাণ ২৫.১৬ বিলিয়ন ডলার। আর আইএমএফ এর প্রস্তাবিত বিপিএম৬ পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হিসাব অনুযায়ী, রিজার্ভ ১৯.৫২ বিলিয়ন ডলার। চলতি বছরের শুরু থেকে নভেম্বর পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জানুয়ারি মাসে মোট রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.২২ বিলিয়ন ডলার এবং সর্বশেষ নভেম্বরে রিজার্ভ ২৫.১৬ বিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।

অজ্ঞাত যে ভারতীয় শিল্পী ব্রিটিশ শাসকদের জন্য ছবি আঁকতেন

লক্ষ্ণৌ (এজেন্সী) ঃ উপরের চিত্রে ফুটে উঠেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ের ঐতিহাসিক ভবন বড়া ইমামবাড়ার সামনের অংশ।

আউধের রাজপুত্র নবাব আসাফউদদৌলার দুর্ভিক্ষ ত্রাণ প্রকল্পের অংশ হিসাবে ১৭৮৪ সালে তৈরি হয় বড়া ইমামবাড়া। এটি মুঘল শৈলীতে নির্মিত সর্বশেষ প্রাসাদোপম ভবনের মধ্যে একটি। ভুল ভুলিয়া এবং আসফি মসজিদসহ আরও অনেক ইমারত রয়েছে সেখানে। চিত্রকর্মটির দিকে ভালো করে তাকালে লক্ষ্য করবেন, ইমামবাড়া দৃশ্য ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, বাইরের ফটক। ইমামবাড়ায় পৌঁছানোর আগে দর্শনার্থীদের ওই ফটকও এবং দুটি উঠোন অতিক্রম করে মূল হলঘরে যেতে হয়, যা কোনও স্তম্ভ ছাড়াই তৈরি বিশ্বের বৃহত্তম খিলানযুক্ত নির্মাণগুলির মধ্যে একটি।

আঁকা ছবিতে একেবারে সোজাসুজি দেখা যাচ্ছে, 'রুমি দরওয়াজা' যা পুরনো লক্ষ্ণৌয়ের প্রবেশদ্বার। আর দেখা যায়, একটি হাতি এবং কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ।

এই শিহরণ জাগানো জলরঙা ওই চিত্রটি নিবিড় অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকা বিস্মৃত এক ভারতীয় অঙ্কনশিল্পী সীতা রামের সৃষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাত এবং খ্যাতির অগোচরে থাকা এই শিল্পীর আঁকা ছবি দিল্লিতে শিল্প সংস্থা ডিএজি আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হতে চলেছে এমাসেরই শেষের দিকে।

সীতা রাম ১৮১৪ সালের জুন থেকে ১৮১৫ সালের অক্টোবরের প্রথম পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল ফ্রান্সিস রাউডনের সাথে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন।

মারকুইস অফ হেস্টিংস নামেও পরিচিত ফ্রান্সিস রাউডন ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এক দশক ধরে ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে তাকে ওয়ারেন হেস্টিংসের (যিনি অনেক আগে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন) সঙ্গে বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

কারুকলা ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, লর্ড হেস্টিংস, তাঁর স্ত্রী, একজন নকশাকার, ও বিশাল অনুচরবর্গ সঙ্গে ২২০ টি ক্ষুদ্র জাহাজের বহর নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন জিন্দের উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে বর্তমানে হরিয়ানায় স্থিত জিন্দে পৌঁছতে তাঁর সময় লেগেছিল ১৫ মাসেরও বেশি।

কারুকলা ইতিহাসবিদ জাইলস টিলটসনের মতে, এই দীর্ঘ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উত্তর ভারতের শাসকদের সাথে দেখা করা এবং নেপালে চলমান যুদ্ধকে আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা।

যাত্রার সময় শিল্পী সীতা রাম ২২৯ টি বৃহদাকার জলরঙা ছবি আঁকেন যাতে ফুটে উঠেছে আশপাশের ইমারত আর ভূদৃশ্য। মি টিলটসন বলেন ওই চিত্রকলা একইসঙ্গে অভিযানের ধারাবাহিক চিত্র এবং হেস্টিংয়ের লিখিত বিবরণের পরিপূরক।

লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরির প্রাক্তন কিউরেটর জেপি লস্টি লিখেছেন, নদীপথে যাত্রার বর্ণনা দেওয়া কিছু আঁকা ভারতীয় চিত্রকলার সবচাইতে শান্ত আর সুন্দর সৃষ্টিরগুলির মধ্যে পড়ে।

গড়ে ৪০ সেন্টিমিটার বাই ৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এই চিত্রকর্মগুলো ১০টি অ্যালবামে পেস্ট করা ছিল যেগুলি ভারতে তাঁর মেয়াদ শেষে হেস্টিং নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বংশানুক্রমে তাঁর পরিবারবর্গের কাছে এই চিত্রকলা গুলি হস্তান্তরিত হতে থাকে এবং দেড় শতাব্দী (১৮২০-১৯৭০) ধরে সীতা রামের শিল্পকলা বহির্বিশ্বের অগোচরে রয়ে যায়।

হেস্টিংয়ের পরিবার ১৯৭৪ সালে লন্ডনের সোথবিতে একটি নিলামে দুটি অ্যালবাম বিক্রি করে। ৪৬টি আঁকা ছবি বহনকারী ওই দুই অ্যালবামের মলাটে সীতা রামের নাম উল্লেখ থাকায় বিশ্ব এই অজ্ঞাত শিল্পী এবং তাঁর কাজের এক ঝলক পায় বলে জানিয়েছেন মি টিলটসন। শুধুমাত্র এই প্রমাণের ভিত্তিতে, ভারতীয় চিত্রকলা বিশেষজ্ঞরা সীতা রামকে এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্পী হিসাবে দেখেছিলেন, তিনি বলেন। যদিও সীতা রাম সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়।

চিত্রকর্মগুলি বেনামে বিক্রি হওয়ায় হেস্টিংসের সাথে সীতা রামের যোগসুত্র বোঝার করার কোনও উপায় ছিল না।

কুড়ি বছর পরে, ফ্রান্সিস রাউডনের পরিবার আরও তিনটি অ্যালবাম (যাতে ১৮১৭-১৮২১ সালে বাংলায় ভ্রমণকালীন সময়ে সীতা রামের আঁকা বেশ কিছু ছবি রয়েছে) সহ বাকি আটটি অ্যালবাম বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সংগ্রহটি ব্রিটিশ লাইব্রেরি অধিগ্রহন করে।

এখন মনে হয়, হেস্টিংস শিল্পীর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। হেস্টিংস ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তিনি অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কাজ করতেন, বা তিনি নিজের কাজের অন্যান্য সংস্করণ তৈরি করেছিলেন, যা হয়ত নিজের কাছে রাখার জন্য অথবা অন্যের কাছে বিক্রি করার জন্য, মি টিলটসন বলেন।

সীতা রামের শিল্পকর্মগুলি কোম্পানি পেইন্টিংস নামে পরিচিত শৈলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আঁকার জন্য ব্যবহৃত কাগজ, জলরঙের ব্যবহার, যা প্রচলিত জলরঙের থেকে যা আলাদা এবং ফোলিওবাউন্ড অ্যালবামগুলিতে একত্রিত করে রাখার প্রথা এই চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট।

১৬০০ সালে বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামানুসারে এই চিত্রকর্মগুলির নামকরণ করা হয়।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন শক্তিশালী বহুজাতিক বানিজ্যিক সংস্থা ভারতের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করে, তখন ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের অনেক উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের অনুমোদন দেয়। পাটনার সেবক রাম এবং দিল্লির গুলাম আলি খান এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম যাঁরা এর আগে মুঘলদের জন্য কাজ করেছিলেন।

সীতা রাম সম্পর্কে এখনও খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। বাংলার মুর্শিদাবাদের অধিবাসী সীতারাম মুঘল স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। মি টিলটসন বলেন, স্কুল কাজ করা বন্ধ হওয়ায় সীতা রামের মতো শিল্পীরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উদ্ভূত নতুন শহরগুলিতে পৃষ্ঠপোষক খুঁজতে চলে যান।

সীতা রাম কি একজন প্রশিক্ষিত নকশাকার ছিলেন? মি লস্টি অন্তত তাই মনে করেন।

তিনি লিখেছিলেন সীতা রামের কাজে দক্ষ নকশাকার ছোঁয়া এসেছিল সুনির্দিষ্ট শৈলীর সংস্পর্শে আসার ফলে। সম্ভবত উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধিত নকশাকার বা স্থাপত্য সংক্রান্ত অঙ্কনকারী হিসেবে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি তিনি জলরঙে আঁকা ইংলিশ ভূসংস্থান শৈলীও শিখেছিলেন।

মি লস্টি বলেন, সীতা রামের অনেক চিত্রকর্ম চিত্রগ্রহণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের আবির্ভাবের আগে ভারতের অতীত খুঁজে বের করার বিষয়ে আশার উদ্রেক করেছিল।

তাঁর মতে,ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কাজ করা ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে সীতা রাম ছিলেন অন্যতম বহুমুখী প্রতিভা যাঁর উদ্ভাবক স্বত্বার এ বিষয়ে উল্লেখ্য।

লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়ার সামনের এই প্রাঙ্গণের দৃশ্যগুলি (চিত্রে দৃশ্যমান)২০০ বছর পরেও আমাদের চেনা বলে মনে হয় যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা হল ক্রমবর্ধমান শহুরে ভূচিত্র যা পটভূমির বিন্যাসকে দখল করেছে।

যুদ্ধবিরতির আওতায় গাজা থেকে আরও ১২ জিম্মি ও ৩০ ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি

কাতার ঃ ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাস তাদের আরও ১২ জন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে এবং মুক্তির পর তারা গাজা ছেড়ে ইসরায়েলে এসে পৌঁছেছেন। এদের মধ্যে দুইজন থাই নাগরিক আছেন। অন্যদিকে, দেশটির কারা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে ইসরায়েল থেকেও ৩০জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এর আগে আরও দেড়শো ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন যাদের বেশিরভাগই কিশোর ও নারী। উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি ৪৮ ঘণ্টা বাড়াতে একমত হওয়ার পর মঙ্গলবার ছিলো হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার সাময়িক যুদ্ধবিরতির পঞ্চম দিন।

যুদ্ধবিরতি শুরুর পর এ পর্যন্ত গাজা থেকে মোট ৮১ জন জিম্মি মুক্তি পেয়ে ইসরায়েলে ফেরত গেছেন, এর মধ্যে ৬১ জন ইসরায়েলের নাগরিক এবং তারা সবাই নারী ও শিশু।

হামাসের জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে যেসব বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে তাদের কোন ভূগর্ভস্থ জনবহুল জায়গায় রাখা হয়েছিলো, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য বেঞ্চ দেয়া হয়েছিলো বলে জানা যায়।

ওদিকে চুক্তির আওতায় যেসব ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল তাদের বিরুদ্ধে আগে পাথর ছোঁড়া থেকে শুরু করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ পর্যন্ত আনা হয়েছিলো।

মঙ্গলবার ছিলো ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতির পঞ্চম দিন। এ কয়দিনে তারা পরস্পরের মধ্যে জিম্মি ও বন্দি বিনিময় করেছে।

ইসরায়েলি সরকারের একজন মুখপাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন যে চলমান জিম্মি ও বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় যুদ্ধবিরতি আরও পাঁচদিন বাড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

গাজার অনেক মানুষ তাদের প্রিয়জনের সন্ধানের জন্য এ যুদ্ধবিরতির সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। হামাস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন প্রায় দেড় হাজার মানুষ গাজায় এখনো নিখোঁজ আছে এবং ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে মারা গেছেন ১৪ হাজার ৫০০ জন।

হামাস সীমান্ত অতিক্রম করে গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় এবং তাতে ১২শর মতো মানুষ মারা যায়। একই সাথে তখন ২৪০ জনকে জিম্মি করে হামাস।

জেরুসালেম থেকে বিবিসির ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট পল এডামস জানিয়েছেন আরও একটি ৪৮-ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে উভয় পক্ষের মধ্যে।

যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন তার বাহিনী গাজায় 'পূর্ণ শক্তি' নিয়েই অভিযান অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে।

গাজার দেইর আল বালাহ থেকে বিবিসির আদনান এল বুরশ জানিয়েছেন, দেইর আল বালাহ মূলত মধ্য গাজার একটি শহর। উত্তরাঞ্চলের বিপর্যস্ত পরিস্থিতির তুলনায় এ শহরটি তুলনামূলক নিরাপদ।

কিন্তু সেখানেও শত শত মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রান্নার গ্যাসের জন্য। খাবার গরম করার জন্য গ্যাস পাবার অপেক্ষায় অনেকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেই রাস্তা ঘুমাচ্ছেন। কেউ কেউ তিনদিন ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। কেউ কেউ সিলিন্ডারের ওপরেই বসে আছেন।

গ্যাসের জন্য এমন অপেক্ষায় থাকা মধ্যবয়সী একজন নারী ক্ষোভ নিয়ে বললেন, কোথায় সব আরব আর মুসলিমরা। কোথায় মানবাধিকারের সব রক্ষকরা? তোমরা ফিলিস্তিনিদের ছেড়ে গেছো যাতে তারা দুর্ভোগে পড়ে, ক্ষুধায় কষ্ট পায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

তার চোখেমুখে ক্ষোভ আর হতাশার ছাপ ছিলো স্পষ্ট। সকাল থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে অপেক্ষা করছি। এখানে দাঁড়িয়েই ভোরের নামাজ পড়েছি।

বিবিসিকে তিনি জানান যে তিনি উত্তরাঞ্চলের বেইত হানৌন থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এই এলাকায় এসেছেন। এখন দেইর আল বালাহ এলাকায় জাতিসংঘের একটি স্কুলে পরিবারসহ বাস করছেন তিনি।

৭০ বছর বয়সী আরও এক নারীর মুক্তি লাভ টামি মেজগারের বয়স ৭৮ বছর। তিনি তার ৮০ বছর বয়সী স্বামী ইয়োরামসহ অপহৃত হয়েছিলেন নির ওয এলাকা থেকে।

তার স্বামী এখনো হামাসের হাতেই আটক আছেন, যিনি ডায়াবেটিস রোগী এবং মাত্র ছয় মাস আগেই তার নিতম্বের হাড় ভেঙ্গেছে বলে জানিয়েছেন তার পুত্রবধূ।

জিম্মি ও নিখোঁজ পরিবারগুলোর ফোরাম জানিয়েছে, মেজগার মূলত নাতি নাতনিদের দেখভাল করেই সময়কে উপভোগ করে থাকেন। তিনি হাঁটাচলা কমই করেন। বেশিরভাগ সময় সংবাদপত্র বা সিগারেট হাতে ব্যালকনিতেই সময় কাটান।

নোয়াম সাগি জানিয়েছেন তার মা হামাসের হাত থেকে মুক্তির পর তিনি ভিডিও কলে কথা বলেছেন।

তাকে ভালো দেখাচ্ছিল, তিনি ছিলেন খুবই খুশী, তিনি বলছিলেন বিবিসি সংবাদদাতাকে। তবে তার মতে তার মা এখনো অনেক কিছুই জানেন না।

তিনি জানেন না যে তার ফিরে যাওয়ার ঘর নেই। তিনি জানেন না যে তার অনেক বন্ধু খুন হয়েছেন, বলছিলেন তিনি।

যে ১০ জন ইসরায়েলি গত রাতে মুক্তি পেয়েছেন তাদের মধ্যে ৬২ বছর বয়সী ক্লারা মারমানও আছেন। তার বোন গাব্রিয়েলা লেইমবার্গও একই সাথে মুক্তি পেয়েছেন।

ক্লারা ছিলেন আর্জেন্টাইন -ইসরায়েলিদের একটি গ্রুপে যেভাবে তার সঙ্গি লুইস হার, ভাই ফার্নান্দো সাইমন মারমানও আছেন। লুইস ও ফার্নান্দো এখনো জিম্মি অবস্থায় আছেন।

অবসরপ্রাপ্ত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক ক্লারা বয়স্কদের নিয়ে কাজ করেন। তিনি তার কমিউনিটির মধ্যে সুপরিচিত।

রেড ক্রস জানিয়েছেন যে ১১ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তির পর পশ্চিম তীরের রামাল্লায় নেয়া হয়েছে।

তবে সংস্থাটি আগেই জানিয়েছে তারা শুধু মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং তারা কখনো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে না।

ছারপোকা থেকে বাঁচার উপায় কী?

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ছোট্ট একটা পোকা, বেশিরভাগ সময় দৃষ্টির আড়ালেই থাকে, সেই ছারপোকাই যে কতোটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে তা সম্প্রতি টের পেয়েছে ফ্রান্সের মানুষ। রাজধানী প্যারিসে রীতিমতো ছারপোকা নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যান্য শহরেও বেড়ে যায় ছারপোকার উপদ্রব। বিশেষ করে কয়েকমাস পর যখন প্যারিসে বসতে যাচ্ছে অলিম্পিকের আসর, তার আগে এমন ছারপোকা সমস্যায় প্রশ্ন ওঠে গেমস আয়োজনে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দিক নিয়ে। মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ইনসেক্টোফোবিয়া বা ছারপোকা আক্রমণের ভয়। ছারপোকার এই উপদ্রবের খবর উঠে আসে স্থানীয় গণমাধ্যম থেকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অনেকে দেশেই এ নিয়ে দেখা দেয় শঙ্কা। বাংলায়ও বেশ পরিচিত এই ছারপোকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছারপোকা নিয়ে নানা গল্পও বেশ প্রচলিত।

এই ছারপোকা বিষয়ে তাই বহুল আলোচিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। ছারপোকা আকারে খুবই ছোট ও ডিম্বাকৃতির, পরিপূর্ণ অবস্থায় এটি লম্বায় সর্বোচ্চ পাঁচ মিলিমিটার (একটা চালের চেয়েও ছোট) হয়ে থাকে।

এদের পাখা থাকে না এবং ছয়টি করে পা থাকে। ছারপোকা দেখতে সাধারণত কালচে লাল, হলুদ বা বাদামি রংয়ের হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সবখানেই ছারপোকার দেখা মেলে। একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত ছারপোকাকে শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা হিসেবে দেখা হলেও সাম্প্রতিককালে এটি ব্যাপকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ছারপোকার ৯০টির বেশি প্রজাতি রয়েছে।

তবে ব্রিটিশ পেস্ট কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশন বলছে, এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে পরিচিত বা বেশি দেখা যায় (সিমেক্স লেকটুলারিয়াস) সেটি মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। একটা চালের চেয়েও লম্বায় ছোট হয় ছারপোকার আকৃতি।

ছারপোকার ইংরেজি 'বেডবাগ' শুনে মনে হতে পারে শুধুমাত্র বিছানাতেই বুঝি এদের অস্তিত্ব। কিন্তু বিছানাতোশক ছাড়াও জামাকাপড়, ফার্নিচার, খাটের ফ্রেম, দেয়ালে ঝুলানো ওয়ালপেপার সবখানেই তাদের দেখা মিলতে পারে।

সম্প্রতি ফ্রান্সের সামাজিক মাধ্যমে প্যারিসের ট্রেনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, যেখানে ছারপোকার অস্তিত্ব মিলছে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা সিডিসি বলছে, ছারপোকা পাঁচ তারকা হোটেল ও রিসোর্টেও থাকতে পারে, আর তাদের অস্তিত্ব পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে না। তারা নিজেদের আবাস হিসেবে বেছে নেয় মানুষ যেখানে ঘুমায়, তার আশেপাশের জায়গা। দিনের আলোতে তারা ম্যাট্রেস, তোশক, টেবিল, ড্রয়ার, ওয়ালপেপার ও খাটের আশেপাশে থাকা যে কোনো বস্তু, যেখানেই একটু ফাঁকা পায় নিজেদের লুকিয়ে রাখে। এজন্য তাদের শুধু একটা ক্রেডিট কার্ড ঢুকানোর মতো জায়গা পেলেই হয়।

রাতের বেলা একেকটা ছারপোকা ১০০ ফুট পর্যন্ত চলাচল করতে সক্ষম, তবে তারা সাধারণত মানুষ যেখানে ঘুমায় তার আট ফুটের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করে।

ছারপোকা আছে কিনা বুঝবো কীভাবে? এটা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় কামড়ের দাগ খোঁজা। ছারপোকার কামড় সাধারণত এক সমান্তরালে বা একই জায়গায় একাধিক হয়ে থাকে।

ফর্সা ত্বকের ক্ষেত্রে এই কামড়ের জায়গাটা লাল দেখাবে, কিন্তু কালো বা বাদামি ত্বকের ক্ষেত্রে দাগটা বেগুনি হতে পারে এবং অনেক সময় খালি চোখে ধরাও পড়ে না।

বেশিরভাগ মানুষই ছারপোকার কামড় বুঝতে পারে না, হয়তো কয়েক দিন পর অনেকগুলো কামড়ের দাগ দেখে বুঝতে পারে। আরেকটা দিকেও নজর রাখতে হবে, তা হল বিছানায় কোথাও রক্তের ফোঁটা লেগে আছে কিনা অনেক সময় ছারপোকা চাপা পড়ে মারা গেলে তার রক্ত লেগে থাকে। এছাড়া বিছানা বা ফার্নিচারে অনেক সময় বাদামি দাগও থাকতে পারে, সেটা হল তাদের অবশিষ্ট খাদ্যকণার দাগ। ব্রিটিশ পেস্ট কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনের নাটালি বুনগে বলেন, ভ্রমণ করার সময় ছারপোকার দিকে খেয়াল রাখাটা সবচেয়ে জরুরী কারণ এক্ষেত্রে প্রতিরোধ হল প্রতিকারের চেয়ে ভালো পন্থা। আপনি যদি মনে করেন যে এমন জায়গায় আছেন যেখানে অনেক ছারপোকা, খবরে দেখাচ্ছে, তাহলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল আপনার সাথে থাকা সমস্ত কিছুতে নজর বুলানো। ছারপোকা হয়তো আপনার স্যুটকেসেই থাকতে পারে। আমরা বেশিরভাগ সময় সাথে থাকা ব্যাগ বা লাগেজ মাটিতে কিংবা বিছানায় রাখি, ওখানে ছারপোকা যাওয়া সবচেয়ে সহজ।